৩০শে নভেম্বর '৮৫

পাক্ষিক

# আহ্‌মদী

Fortnightly AHMADI

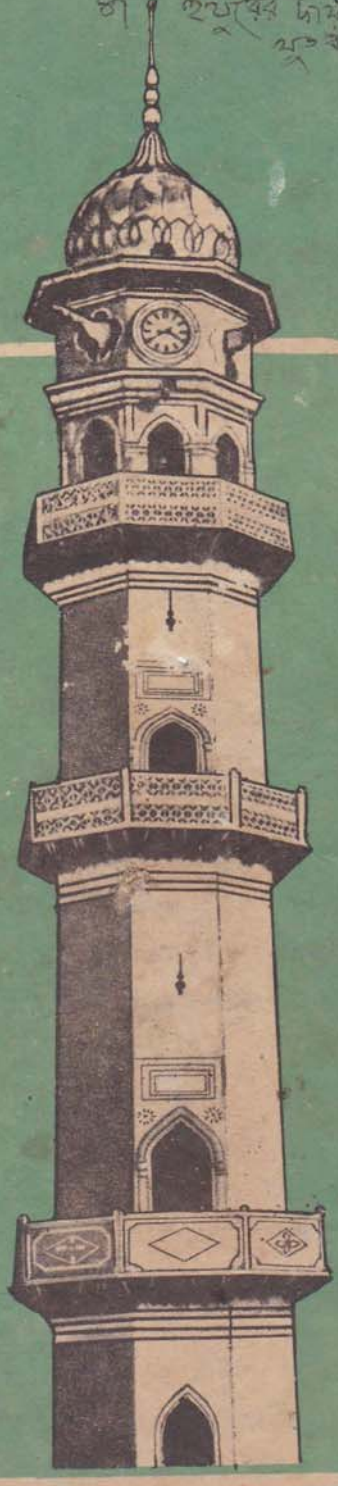

لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ

"মানব জাতির জন্য জগতে আজ কুরআন ব্যতিরেকে আর কোন ধর্মগ্রন্থ নাই এবং আদম সন্তানের জন্য বর্তমানে মোহাম্মদ মোস্তফা (সাঃ) ভিন্ন কোন রসুল ও শাফায়াতকারী নাই। অতএব তোমরা সেই মহা গৌরব-সম্পন্ন নবীর সহিত প্রেমসূত্রে আবদ্ধ হইতে চেষ্টা কর এবং অন্য কাহাকেও তাঁহার উপর কোন প্রকারের শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করিও না"।

—হযরত মসীহ্ মওউদ (আঃ)

নব পর্যায়ের ৩৯ বর্ষ ।। ১৪শ সংখ্যা
১৬ই রবিউল আওয়াল ১৪০৬ হিঃ।। ১৪ই অগ্রহায়ণ ১৩৯২ বাংলা।। ৩০শে নভেম্বর ১৯৮৫ইং
বার্ষিক চাঁদা ।। বাঙলাদেশ ও ভারত ৩০·০০ টাকা ।। অন্যান্য দেশ ৫ পাউন্ড

# সূচীপত্র

পাক্ষিক ৩৯শ বর্ষ:
'আহ্‌মদী' ৩০শে নভেম্বর ১৯৮৫ ১৪শ সংখ্যা:

| বিষয় | লেখক | পৃ: |
|---|---|---|
| * তরজমাতুল কুরআন : সুরা ইউনুস ( ১১শ পারা, ৯ম রুকু ) | মূল : হযরত খলিফাতুল মসীহ্ সানী ( রাঃ ) অনুবাদ : মোহ্‌তারম মৌঃ মোহাম্মদ, আমীর, বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহমদীয়া | ১ |
| * হাদীস শরীফ : 'সত্যবাদীতা ও সত্যপরায়ণতা' | অনুবাদ : এ, এইচ, এম, আলী আনওয়ার | ৩ |
| * অমৃত বাণী : | হযরত ইমাম মাহ্‌দী ( আঃ ) অনুবাদ : মৌঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ | ৪ |
| * জুম্মার খোৎবা : | হযরত খলিফাতুল মসীহ রাবে' ( আইঃ ) অনুবাদ : জনাব নজির আহ্‌মদ ভুঁইয়া | ৬ |
| * জুম্মার খোৎবা ( সারসংক্ষেপ ) : | হযরত খলিফাতুল মসীহ রাবে' ( আইঃ ) অনুবাদ : মৌঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ | ২৩ |
| * শিশুদের দোওয়ার গুরুত্ব ও কদাচার পরিহার : | হযরত খলিফাতুল মসীহ রাবে' ( আইঃ ) অনুবাদ : জনাব ফজলুল করীম মোল্লা | ৩১ |
| * হযরত মসীহ মওউদ ( আঃ )-র খান্দানে দুটি মোবারক বিবাহ সম্পন্ন : | সংকলন ও অনুবাদ : মোহাম্মদ হাবিবুল্লাহ | ৩৫ |
| * সংবাদ : | | ৩৮ |

## আখবারে আহমদীয়া

হযরত খলিফাতুল মসীহ রাবে' ( আইঃ ) লণ্ডনে আল্লাহতায়ালার ফজলে সুস্থ আছেন। আল-হামদুলিল্লাহ। হুজুর আকদাসের সুস্বাস্থ্য, সালামতি ও কর্মক্ষম দীর্ঘায়ু এবং সকল দ্বীনি উদ্দেশ্য ও কার্যাবলীতে পূর্ণ সাফল্য লাভের জন্য বন্ধুগণ দোওয়া জারি রাখিবেন।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّيْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ وَعَلٰى عَبْدِهِ الْمَسِيْحِ الْمَوْعُوْدِ

পাক্ষিক

# আ হ ম দী

নব পর্যায়ে ৩৯শ বর্ষ : ১৪শ সংখ্যা

১৪ই অগ্রাহয়ণ ১৩৯২ বাংলা : ৩০শে নভেম্বর ১৯৮৫ইং ৩০শে নবুয়ত ১৩৬৪ হিঃ শামসী

## তরজমাতুল কোরআন

## সুরা ইউনুস

[ ইহা মক্কী সুরা, ইহার বিসমিল্লাহ সহ ১১০ আয়াত এবং ১১ রুকু আছে ]

( পূর্ব প্রকাশিতের পর )

**১১শ পারা**

### ৯ম রুকু

৯৪। এবং নিশ্চয় আমরা বনি ইসরাইলকে ( সকল প্রকার নেয়ামত পূর্ণ ) পরম উত্তম আবাসভূমি দান করিয়াছিলাম এবং তাহাদিগকে সকল প্রকার পসন্দীয় বস্তু দিয়াছিলাম ; অতঃপর যতক্ষণ পর্যন্ত না তাহাদের নিকট সহি ইলম আসিল, ততক্ষণ পর্যন্ত ( কোন বিষয়ে ) তাহারা মতভেদ করে নাই ; নিশ্চয় তোমার রাব্ব কিয়ামত দিবসে তাহাদের মধ্যে সেই বিষয়ে মীমাংসা করিবেন যে বিষয়ে তাহারা ( এখন ) পরস্পর মতভেদ করিতেছে।

৯৫। অতএব ( হে কুরআনের পাঠক ! ) যদি তুমি এই কালাম সম্বন্ধে সন্দেহে থাক যাহা আমরা তোমার প্রতি নাযেল করিয়াছি তাহা হইলে যাহারা তোমার পূর্বে ( স্বর্গীয় ) কিতাব পাঠ করিয়া আসিতেছে তুমি তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা কর ( তাহা হইলে তুমি জানিতে পারিবে যে ) নিশ্চয় তোমার রব্বের তরফ হইতে কামেল সত্য আসিয়াছে ; অতএব তুমি সন্দেহ পোষণকারীদের অন্তর্ভুক্ত হইও না।

৯৬। এবং তুমি কখনও সেই সকল লোকের অন্তর্গত হইও না, যাহারা আল্লাহর নিদর্শনসমূহকে মিথ্যা বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিয়াছে, নচেৎ তুমি ক্ষতিগ্রস্ত লোকদের পর্যায়ভুক্ত হইয়া যাইবে।

৯৭। নিশ্চয় যাহাদের সম্বন্ধে তোমার রব্বের ( তরফ হইতে ধ্বংসের ) হুকুম জারি হইয়াছে তাহারা আদৌ ঈমান আনিবে না।

৯৮। এমনকি তাহাদের নিকট সকল প্রকার নিদর্শন আসিলেও তাহারা ঈমান আনিবে না যতক্ষণ পর্যন্ত না তাহারা যন্ত্রনাদায়ক আযাব দেখিবে।

৯৯। অতএব ইউনুসের কওম ব্যতীত অন্য কোন জনপদ এমন কেন হয় নাই, যাহারা সকলেই ঈমান আনে এবং তাহাদের ঈমান তাহাদিগকে ফায়দা দেয়? যখন তাহারা (অর্থাৎ ইউনুসের কওম) সকলেই ঈমান আনিল, তাহাদের উপর হইতে পার্থিব জীবনের লাঞ্ছনাজনক আযাব দূরীভূত করিয়াছিলাম এবং তাহাদিগকে এক নির্দিষ্ট কালের জন্য সর্বপ্রকার সম্ভোগের উপকরণ দিলাম।

১০০। যদি তোমার রাব্ব (হেদায়াতের ব্যাপারে) নিজেরই ইচ্ছাকে বলবৎ করিতেন তাহা হইলে যমীনে যত লোক আছে সকলেই ঈমান আনিত; সুতরাং (যখন খোদা লোককে বাধ্য করেন নাই) তুমি কি লোকগণকে এমনভাবে বাধ্য করিবে যেন তাহারা সকলেই ঈমান আনে?

১০১। এবং আল্লাহর অনুমতি ব্যতিরেকে ঈমান আনা কাহারও আয়ত্তে নাই; এবং তিনি তাঁহার গযব ঐ সকল লোকের উপর নাযেল করেন যাহারা বুদ্ধি থাকা সত্ত্বেও উহার সদ্ব্যবহার করেনা।

১০২। তুমি (তাহাদিগকে) বল, দেখ, আসমান সমূহে এবং যমীনে কি ঘটিতেছে; কিন্তু কোন প্রকার নিদর্শন হউক অথবা ভীতিপ্রদ সতর্কবানী, কিছুই ঐ সকল লোকের উপকার করে না যাহারা ঈমান না আনিতে বদ্ধপরিকর।

১০৩। তবে কি যে সকল লোক তাহাদের পূর্বে অতীত হইয়াছে তাহারা তাহাদের দিনগুলির অনুরূপ দিন ব্যতিরেকে অন্য কিছুর অপেক্ষা করিতেছে? তুমি (তাহাদিগকে) বল, ভাল, (যদি সেই নমুনাই দেখিতে চাহ) তাহা হইলে তোমরা অপেক্ষা কর, নিশ্চয় আমিও তোমাদের সঙ্গে অপেক্ষমান থাকিলাম।

১০৪। (যখন সেই আযাব আসিয়া উপস্থিত হইবে) তখন আমরা আমাদের রসুলগণকে এবং যাহারা তাহাদের উপর ঈমান আনিয়া থাকিবে তাহাদের সকলকে উদ্ধার করিব; এইরূপেই আমাদের বিস্ময় (আমাদের কায়েম করা) দায়িত্ব আছে যে মোমেনগণকে আমরা অবশ্যই রক্ষা করিয়া থাকি।

১০৫। তুমি বল, হে লোক সকল! যদি আমার দীন সম্বন্ধে তোমরা কোন প্রকার সন্দেহে থাক, তাহা হইলে (জানিবে যে) আল্লাহ ব্যতীত তোমরা যাহাদের এবাদত কর আমি তাহাদের এবাদত করিনা বরং আমি সেই আল্লাহর এবাদত করি যিনি তোমাদিগকে মৃত্যু দান করিবেন, এবং আমাকে আদেশ দেওয়া হইয়াছে যেন আমি মোমেনদের অন্তর্গত হই।

১০৬। এবং (এই আদেশ আগে পৌঁছানোর হুকুমও দেওয়া হইয়াছে) যে (হে শ্রোতা!) তুমি নিষ্ঠাবান হইয়া তোমার মনোযোগকে চিরতরে দীনের জন্য ওয়াক্‌ফ কর, এবং তুমি কখনও মোশরেকগণের অন্তর্গত হইও না।

১০৭। এবং তুমি আল্লাহকে ছাড়িয়া অন্য কোন বস্তুকে ডাকিও না যাহা তোমার কোন উপকার করিতে পারে না এবং কোন ক্ষতিও করিতে পারে না; যদি তুমি এইরূপ কর তাহাহইলে নিশ্চয় তুমি যালেমদের অন্তর্গত হইবে।

১০৮। এবং যদি আল্লাহ তোমার অনিষ্ট করেন তাহা হইলে তিনি ব্যতীত অন্য কেহ উহা দূর করিতে পারিবে না; এবং যদি তিনি তোমার মঙ্গল চাহেন, তাহা হইলে তাঁহার ফযলকে রোধ করিবার মত কেহ নাই; তিনি তাঁহার বান্দাগণের মধ্যে যাহার নিকট চাহেন আপন ফযলকে পেঁছাইয়া দেন, বস্তুতঃ তিনি অতীব ক্ষমাশীল, বার বার রহমকারী।

১০৯। তুমি (তাহাদিগকে) বল, হে লোক সকল! নিশ্চয় তোমার রব্বের তরফ হইতে হক আসিয়াছে; অতএব এখন যে কেহ (তাঁহার বর্ণিত) হেদায়ত গ্রহণ করে, সে নিশ্চয় নিজের জানেরই উপকারের জন্য হেদায়ত গ্রহণ করে এবং যে বিপথগামী হয়, বস্তুতঃ তাহার বিপথগামীতা তাহার নিজেরই জানের উপর মশিবত হইবে; এবং আমি তোমাদের কোন জিম্মাদার নহি।

১১০। তোমার প্রতি যাহা কিছু নাযেল করা হইতেছে, তুমি তাহার অনুগমন কর এবং সবর কর যে পর্যন্ত না আল্লাহ ফয়সালা জারি করিয়া দেন, এবং নিশ্চয় তিনি সর্বোত্তম ফয়সালাকারী।

(ক্রমশঃ)

('তফসীরে সগীর' হইতে কুরআন করীমের বঙ্গানুবাদ)

---

## (হাদিস শরীফের অবশিষ্টাংশ) ৫-এর পাতার পর

প্রকৃতই এই সব তোমার মাল। কারবারে লাগানোর ফলে তোমার মজুরী বাড়িয়া এই হইয়াছে'। যখন সে প্রকৃত বিষয়ে জানিতে পারিল, তখন আনন্দিত হইয়া ঐ সব মাল হাঁকিয়া লইয়া গেল। কিছুই পিছনে ছাড়িল না। আল্লাহ! আমার এই কার্য যদি আমি শুধু তোমার প্রীতির উদ্দেশ্যেই করিয়া থাকি, তবে এই বিপদ হইতে আমাদিগকে রেহাই দাও, আমরা যে ইহাতে আবদ্ধ হইয়া পড়িয়াছি!' এই দোওয়ার বরকতে অবশিষ্ট প্রস্তর টুকুও সরিয়া গেল এবং তাহারা তিন জনই সানন্দে বাহিরে আসিল এবং তাহাদের পথ ধরিল।

('বুখারী, কিতাবুল ইজারাহ; বাবু মান ইস্তাজারা আজরান্ ফাতাকা আল্ বাহু; ১:৩০৮ পৃঃ, ১:৪৯৩ পৃঃ)

(ক্রমশঃ)

['হাদিকাতুস সালেহীন' গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ হইতে উদ্ধৃত]

অনুবাদ: এ, এইচ, এম, আলী আনওয়ার

# হাদিস শরীফ

## সত্যবাদীতা, সত্যপরায়ণতা

১। হযরত ইবনে মাসউদ রাযিয়াল্লাহুতায়ালা আনহু বলেন যে, আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ফরমাইয়াছেন: "সত্যবাদীতা পুণ্য এবং সুকর্মের দিকে নিয়া যায় এবং পুণ্য ও সুকর্ম জান্নাত-এর দিকে লইয়া যায়! যে ব্যক্তি সর্বদা সত্য কথা বলে, আল্লাহতায়ালার নিকট সে 'সিদ্দীক' (পরম সত্যবাদী) বলিয়া লিখিত হয়। মিথ্যাবাদীতা, মিথ্যা আচরণ এবং গোনাহ্ ফিস্‌ক্‌ ও ফুজুরের (পাপাচার) দিকে নিয়া যায় এবং ফিস্‌ক্‌ ও ফুজুর জাহান্নামের দিকে লইয়া যায়। যে ব্যক্তি অহরহ মিথ্যা কথা বলে সে আল্লাহ্‌তায়ালার নিকট 'কাযযাব' (ঘোর মিথ্যাবাদী) বলিয়া লিখিত হয়।" ('বুখারী: কিতাবুল-আদব, 'বাবু কাউলুল্লাহুতায়ালা: ইত্তাকুল্লাহা ওয়া কুনু মায়াস-সাদেকীন' (সুরাহ্ তাউবাহ্, ১১৯ আয়াত); ২:৯০০ পৃঃ)

২। হযরত হাসান বিন্ আলী রাযিয়াল্লাহুতায়ালা আন্‌হু বলেন যে, আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম একদা ফরমাইয়াছিলেন বলিয়া ভালরূপ স্মরণ আছে যে, সন্দেহে নিপতিত করে এমন সব বিষয় পরিত্যাগ করিবে। সন্দেহাতীত নিশ্চিত প্রত্যয় যাহা, তাহা অবলম্বন করিবে। কারণ, একীন (নিশ্চিত প্রত্যয়) সৃষ্টিকারী সত্য শান্তি ও 'ইৎমিনানের' কারণ হয় এবং মিথ্যাবাদীতা উদ্বেগ ও চিত্ত চাঞ্চল্য পয়দা করে।"

('তিরমিযি; 'আব্ ওয়াবুল—কিয়ামাহ; ২:৭৪)

৩। হযরত আবদুল্লাহ বিন উমর রাযিয়াল্লাহুতায়ালা আনহু বলেন: "আমি আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে বলিতে শুনিয়াছি: "তোমাদের পূর্বেকার লোকের মধ্যে তিন ব্যক্তি সফরে বাহির হইয়াছিল। রাত্রে এক গহ্বরে তাহাদের কাটাইতে হইয়াছিল। তাহারা ইহার মধ্যে বিশ্রাম করিতেছিল। ইতিমধ্যে পর্বত হইতে একটা বিরাট প্রস্তর গড়াইয়া গহ্বরের মুখে আসিয়া পড়িল। তাহারা ভিতরে বন্দী হইয়া পড়িল। পরস্পরে বলিল; 'এই বিপদ হইতে এখন শুধু দোয়া দ্বারাই রক্ষা পাওয়া সম্ভবপর। চল, আপন আপন সুকীর্তির মধ্যবর্তিতা দ্বারা আল্লাহতায়ালার নিকট দোওয়া করি'। ঐ তিন জনের মধ্যে এক ব্যক্তি বলিল: 'খোদা, আমার মাতাপিতা বৃদ্ধ ছিলেন। আমি আমার পরিবার-পরিজন ও পালিত পশুকে তাঁহাদের পূর্বে কোনো কিছু খানাহার করান হারাম মনে করিতাম। একদিন রাত্রি হইতে পশু-খাদ্য আনিতে আমার বিলম্ব হইল। সন্ধ্যায় মাতাপিতা ঘুমাইয়া পড়িবার পূর্বে শীঘ্র কিছুতেই পৌঁছিতে পারি নাই, যখন আমি তাঁহাদের জন্য দুগ্ধ দোহাইয়া তাঁহাদের নিকট লইয়া গেলাম, তখন তাঁহারা ঘুমাইয়া পড়িয়াছেন। তখন আমার মন তাঁহাদিগকে জাগান পছন্দ করিল না এবং আমি তাঁহাদিগকে খাওয়াইবার

পূর্বে আমার পরিজন ও পালিত পশুদিগকে খাওয়াইতে চাহিলাম না। দুগ্ধপাত্র আমার হাতে ধরা রাখিয়া আমি এই অপেক্ষায় দাঁড়াইয়া রহিলাম যে, তাঁহারা জাগ্রত হইলেই তাঁহাদিগকে দুগ্ধ পান করাইব। এই অপেক্ষাতে ফজর হইয়া গেল। শিশু সন্তানগুলি ক্ষুধায় আমার পায়ে পড়িয়া আকুলি বিকুলি করিতে লাগিল। প্রত্যূষে যখন তাহাদের ঘুম ভাঙ্গিল, তখন রাত্রির দুগ্ধ তাঁহারা পান করিলেন। আল্লাহ আমার! যদি আমি এই কাজ শুধু তোমারই প্রীতির খাতিরে করিয়া থাকি, তবে তুমি এই বিপদ, যাহার মধ্যে আমরা আবদ্ধ হইয়াছি, দূর কর এবং প্রস্তর অপসারিত করিয়া দাও'। এই দোওয়ার বরকতে প্রস্তর খানিকটা সরিল এবং কিছুটা পথ হইল। কিন্তু তাহারা এখনো উহা হইতে বাহির হইতে পারিলেন না।

এখন দ্বিতীয় ব্যক্তি বলিল: আল্লাহ আমার! আমার চাচার এক কন্যা ছিল। তাহাকে আমি অত্যন্ত ভালবাসিতাম। এতখানি ভালবাসা কোনো পুরুষ কোনো স্ত্রীলোককে করিতে পারে কিনা জানি না। আমি তাহাকে কুকার্যের জন্য প্রলুব্ধ করিতে চাহিয়াছি, কিন্তু সে অস্বীকার করিল এবং আমা হইতে বাঁচিতে থাকিল। এক সময় দুর্ভিক্ষ হইল। আমার এই প্রেমিকার আর্থিক কষ্ট উপস্থিত হইল। বাধ্য হইয়া সে আমার নিকট আসিল এবং সাহায্য চাহিল। আমি তাহাকে একশত দিনার (স্বর্ণ মুদ্রা) এই শর্তে দিলাম যে, সে আমাকে আমার বাসনা পূর্ণ করিতে দেয় এবং আপনাকে আমার সোপর্দ করে। সে অনোন্যপায় ছিল। এজন্য স্বীকার করিল। যখন আমি তাহাকে কাবু করিলাম এবং দুষ্কর্মের জন্য প্রস্তুত হইলাম, তখন সে বলিল: 'আল্লাহতায়ালাকে ভয় কর, এবং অবৈধ উপায়ে এই মোহর ভাঙ্গিও না।' তাহার এই কথা শুনিয়া আমি আল্লাহর ভয়ে প্রকম্পিত হইলাম। তাহাকে ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইলাম। অথচ, তখনো সে আমার নিকট সর্বাপেক্ষা প্রিয় বোধ হইতেছিল। আমি সেই স্বর্ণ দিনারও তাহারই নিকট থাকিতে দিলাম। 'আল্লাহ, আমি যদি আমার এই দুরভিলাস শুধু তোমার প্রীতির উদ্দেশ্যেই ত্যাগ করিয়া থাকি, তা'হইলে তুমি আমাদিগকে এই বিপদ হইতে উদ্ধার কর, যাহা আমাদিগকে আবদ্ধ করিয়াছে। ইহাতে প্রস্তরটি আরো কিছু সরিয়া গেল। কিন্তু তখনো তাহারা ঐ গহ্বর হইতে বাহির হইতে পারিতেছিল না।

ইহাতে তৃতীয় ব্যক্তি বলিল: 'আল্লাহ আমার! আমি কতিপয় মজুর নিয়োগ করিয়াছিলাম। কাজ নেওয়ার পর তাহাদিগকে মজুরী দিলাম। অবশ্য এক ব্যক্তি মজুরী অল্প ভাবিয়া নিল না। অসন্তুষ্ট হইয়া চলিয়া গেল। আমি তাহার এই পরিত্যাক্ত টাকা ব্যবসায় নিয়োগ করিলাম। আল্লাহতায়ালা ইহাতে বরকত দিলেন। অনেক মুনাফা হইল। কিছুদিন পর অর্থাভাবে ব্যর্থ হইয়া সেই ব্যক্তি প্রত্যাগমন করিল এবং বলিল: আমাকে আমার সে মজুরীই দিন যাহা আপনি পূর্বে ধার্য্য করিয়াছিলেন।' আমি বলিলাম: 'এই সব উষ্ট্র, এই সব গাভী, এই সব ছাগ এবং ভৃত্য যাহা দেখিতেছ সবই তোমার মজুরী।' সে বলিল: 'আল্লাহর বান্দা! মজুরী না দিন, ঠাট্টা ত করিবেন না।' আমি বলিলাম: কোনরূপ পরিহাস করিতেছি না,

(অবশিষ্টাংশ ৩এর-পাতায় দেখুন)

হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ) এর

# অমৃত বাণী

## সেই অনন্যসাধারণ নবী ( সাঃ), যাঁহার শ্রেষ্ঠত্ব অতুলনীয় গুণ ও বিশিষ্ট্য এবং কীর্তিসমূহের কষ্টিপাথরে সুপ্রতিভাত

"জগতে আল্লাহর এক মহিমান্বিত রসুল ( হযরত মোহাম্মদ সাঃ ) আসিয়াছেন, যাহাতে সেই সকল ( আধ্যাত্মিক ) বধিরদিগকে কর্ণ দান করেন যাহারা আজ হইতে নয় বরং শত সহস্র বৎসর ধরিয়াই বধির। কে অন্ধ এবং কে বধির? সেই ব্যক্তি যে তৌহীদ গ্রহণ করে নাই এবং সেই রসুলকেও গ্রহণ করে নাই, যিনি নুতনভাবে পুণরায় ভূ-পৃষ্ঠে তৌহীদকে কায়েম করিয়াছেন। সেই রসুল যিনি বন্য পশু-স্তরের লোকদিগকে সভ্য মানুষে এবং সভ্য মানুষকে চরিত্রবান মানুষে পরিণত করিয়াছেন অর্থাৎ সত্যিকার ও প্রকৃত চারিত্রিক ও নৈতিক গুণাবলীকে সুসামঞ্জস্যপূর্ণ নিয়ন্ত্রণের কেন্দ্রে স্থাপন করিয়াছেন। অতঃপর চরিত্রবান মানুষদিগকে খোদা-যুক্ত হওয়ার স্তরে উন্নীত করিয়া এলাহী রঙে রঙীন করিয়াছেন। সেই রসুল, হাঁ সত্যের সেই প্রোজ্জ্বল ও ভাস্কর সূর্য, যাঁহার পদতলে সহস্র সহস্র মৃতগণ শেরক (অংশী বাদীতা ), নাস্তিকতা, অবাধ্যতা ও পাপাচারের কবল হইতে মুক্ত হইয়া জীবন লাভ করিয়াছে, এবং কার্যকরীরূপে যিনি কিয়ামতের নমুনা ও দৃশ্য দেখাইয়াছেন। যীশুর ন্যায় শুধু বাগাড়ম্বর ও নীতিবাক্য উচ্চারণেই ক্ষান্ত হন নাই। সেই মহানবী মক্কায় আবির্ভূত হইয়া শেরক এবং মানব-পূজার গভীর অন্ধকারকে তিরোহিত করিয়াছেন। হাঁ, জগতের প্রকৃত জ্যোতি একমাত্র তিনিই ছিলেন; তিনি জগতকে তমসাচ্ছন্ন অবস্থায় লাভ করিয়া বাস্তবিকপক্ষে সেই আলো দান করিয়াছিলেন, যাহা অন্ধকার রাতকে দিন করিয়াছিল। তাঁহার আগমনের পূর্বে জগৎ কি ছিল? অতঃপর তাঁহার আগমনের পর তাহা কি রূপ ধারণ করিয়াছিল? ইহা একটা এমন কোন প্রশ্ন নয়, যাহার উত্তর আদৌ কঠিন হইতে পারে। যদি আমরা বে-ঈমানীর পথ অবলম্বন না করি, তাহা হইলে আমাদের বিবেক (Conscience) নিশ্চয়ই আমাদের অঞ্চল ধরিয়া আমাদিগকে স্বীকার করিতে বাধ্য করিবে যে, এই মহামর্যাদাবান রসুলের পূর্বে খোদাতায়ালার মহিমা ও মাহাত্ম্য প্রতিটি দেশের মানুষ বিস্মৃত হইয়াছিল এবং সাচ্চা মা'বুদ ( উপাস্য )-এর সকল গৌরব ও মর্যাদা অবতার, দেব-দেবী, প্রস্তর-খণ্ড, তারকা-

নক্ষত্র, গাছ-বৃক্ষ ও জীব-জন্তু এবং মরণশীল মানবদিগকে দান করা হইয়াছিল এবং তুচ্ছ ও হীন সৃষ্ট-জীবকে সেই মহাপ্রতাপান্বিত ও পবিত্রতম খোদার স্থান ও আসনে বসান হইয়াছিল। এবং ইহা একটি নির্ভুল ও সাচ্চা ফায়সালা যে, যদি এই সমস্ত মানুষ, জীব-জন্তু ও গাছ-বৃক্ষ এবং তারকা-নক্ষত্রই খোদা-স্বরূপ হইত—যেগুলির মধ্যকার যীশুও একজন, তাহা হইলে বলা যাইত, এই রসুলের কোন আবশ্যক ছিল না। কিন্তু যেহেতু (যীশুসহ) এ সকল জিনিস কখনও খোদা ছিল না, সেহেতু সেই দাবী এক মহা জ্যোতিঃ বহণ করে, যে দাবী হযরত সৈয়দনা হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম মক্কার পর্বতমালার উপরে দাঁড়াইয়া উচ্চারণ করিয়াছিলেন। সেই দাবী কি ছিল? তাহা এই যে, তিনি বলিয়াছিলেন, 'খোদাতায়ালা জগতকে শেরকের গভীর অন্ধকারে নিমজ্জিত দেখিয়া সেই অন্ধকারকে নস্যাৎ করার উদ্দেশ্যে আমাকে পাঠাইয়াছেন।" উহা শুধু একটা দাবীই ছিলনা! বরং রসুলে-মকবুল মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম উক্ত দাবীকে বাস্তবে পূর্ণ করিয়া দেখাইয়া দেন। যদি কোন নবীর কোন গৌরব ও শ্রেষ্ঠত্ব তাঁহার সেই সকল কীর্তির দ্বারা প্রতীয়মান হইতে পারে, যে সকল কীর্তির মাধ্যমে মানবজাতির প্রতি প্রকৃত ও সত্যকার সহানুভূতি সকল নবীদের তুলনায় অধিক পর্যায়ে প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা হইলে, হে সমগ্র মানবকুল! উঠ এবং সাক্ষ্য দান কর যে, এই গুণ ও বৈশিষ্ট্যে জগতের মধ্যে হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের কোন নযির নাই।... ...

সৃষ্টির উপাসকগণ এই মহিমান্বিত রসুলকে চিনে নাই, সনাক্ত করে নাই, যিনি সত্যিকার সহানুভূতির সহস্র সহস্র জলন্ত দৃষ্টান্ত স্থাপন করিয়াছেন। কিন্তু আমি দেখিতে পাইতেছি যে, সেই সময় এখন সমাগত যখন এই পবিত্রতম রসুল (সাঃ)-কে সনাক্ত করা হইবে, সকলেই তাঁহাকে চিনিয়া লইবে। ইচ্ছা করিলে তোমরা আমার কথা লিখিয়া রাখ যে, এখন হইতে মৃতের উপাসনা ক্রমশঃই স্তিমিত ও হ্রাস-প্রাপ্ত হইতে থাকিবে এমন কি উহা নিস্ত ও নাবুদ হইবে, চিরতরে লোপ পাইবে। মানুষ কি খোদার মোকাবিলা করিতে পারিবে? তুচ্ছ বিন্দু কি খোদাতায়ালার ইরাদা ও সংকল্প সমূহকে রদ করিতে পারিবে? নশ্বর আদম-সন্তানের পরিকল্পনাসমূহ কি এলাহী হুকুমকে ব্যর্থ ও হেয় প্রতিপন্ন করিতে সক্ষম হইবে? হে শ্রবণকারীগণ! শুন, হে চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ! প্রণিধান কর, এবং স্মরণ রাখ যে, সত্য প্রকাশিত হইবে এবং সেই যে প্রকৃত জ্যোতিঃ উহা উদ্দীপ্ত ও উদ্ভাসিত হইবে।"

(তবলীগে রেসালত, ৬ষ্ঠ খণ্ড পৃঃ ৯)

অনুবাদ : মৌঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ (সদর মুরুব্বী)

# জুমুয়ার খোৎবা

## সৈয়্যদেনা হযরত খলিফাতুল মসীহ রাবে' ( আইঃ )-এর

[ ১৬ই আগষ্ট ১৯৮৫ইং লণ্ডনস্থ মসজিদে-ফজলে প্রদত্ত ]

তাশাহুদ ও তায়াওউয এবং সুরা ফাতেহা পাঠের পর হুজুর আকদাস ( আইঃ ) সুরা আল-বুরুজের ১১ নম্বর আয়াত হইতে ১৭ নম্বর আয়াত তেলাওয়াত করেন :—

ان الذين فتنوا المومنين والمومنت
ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم
ولهم عذاب الحريق ٥ ان الذين امنوا
وعملوا الصلحت لهم جنت تجرى من
تحتها الانهر ط ذلك الفوز الكبير ٥
ان بطش ربك لشديد ٥ انه هو يبدئ
ويعيد ٥ وهو الغفور الودود ٥ ذو العرش المجيد ٥ فعال لما يريد ٥

( অর্থ :—"নিশ্চয় যাহারা মুমেন পুরুষ ও মুমেন মহিলাদের উপর জুলুম-নির্যাতন করে, অতঃপর ( তাহারা নিজেদের কাজ হইতে ) তওবাও করেনা তাহাদের জন্য জাহান্নামের আযাব অবধারিত রহিয়াছে এবং এই ( পৃথিবীতেও ) তাহারা ( হৃদয়- ) দগ্ধকারী আযাব লাভ করিবে। এবং যাহারা ঈমান আনিয়াছে এবং যুগপৎ ( এই ঈমানের অবস্থা উপযোগী ) নেক আমলও করিয়াছে তাহারা জান্নাত লাভ করিবে যাহার নীচে প্রস্রবণ বহিতে থাকিবে ( এবং ) ইহাই বড় কৃতকার্যতা। নিশ্চয় তোমার রাব্বের পাকড়াও কঠোর হইয়া থাকে। ( কেননা ) তিনিই দুনিয়ার আযাবের সূচনা করেন এবং ( যদি কোন জাতি বিরত না হয় তাহাহইলে ) বারবার আযাব আনিয়া থাকেন। এবং ( ইহার সাথে সাথেই ) তিনি অত্যন্ত ক্ষমাশীল ও অত্যন্ত স্নেহপরায়ণও বটে। ( তিনি ) আরশের মালিক ও মহা মর্যাদাবান। তিনি যাহা করিতে ইচ্ছা করেন তাহা করিয়াই থাকেন।" —অনুবাদক )

অতঃপর হুজুর আকদাস বলেন :—

কয়েকদিন পূর্বে এইখানে ( লণ্ডনে ) 'খতমে নবুয়ত' এর নামে যে কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হইয়াছে উহা এক ঐতিহাসিক মূল্য রাখে। তাহা এই যে, ইতিপূর্বে কোন কোন সরকার

এবং কোন কোন ইসলামের দুশমন শক্তি গোপনভাবে এই সকল লোককে ( অর্থাৎ 'খতমে নবুয়ত'-এর নামে ঘৃণ্য তৎপরতা পরিচালনাকারী লোকদিগকে ) সাহায্য করিতেছিল। কিন্তু এখন খোলাখুলিভাবে উক্ত সরকারগুলি ইহাদিগকে সাহায্য করিতেছে এবং উক্ত ইসলামের দুশমন শক্তিগুলিও ইহাদিগকে সাহায্য করিতেছে এবং এই ব্যাপারে কোন পর্দা থাকিতে দেওয়া হয় নাই।

বস্তুত: এই প্রথম বার দুইটি সরকার খোলাখুলিভাবে আহরারদের কনফারেন্সের পৃষ্ঠপোষকতা করিয়াছে। খৃষ্টান সরকার ( অর্থাৎ ব্রিটিশ সরকার ) যাহাদের দেশে উক্ত কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হইয়াছে তাহাদের সম্বন্ধে ইহাই বলিতে হয় যে যদিও তাহারা আইনের প্রতি সম্মান প্রদর্শনকারী একটি সরকার বলিয়া সুপরিচিত, তথাপি তাহাদের দেশের আইনকে প্রকাশ্যভাবে ভঙ্গ করা সত্বেও এবং নাম ধরিয়া ধরিয়া হত্যা করার উস্কানী দেওয়া সত্বেও এবং সাধারণ ব্যক্তিকে লক্ষ্য করিয়া নয়, বরং একজন ধর্মীয় নেতার ( আহমদীয়া জামাতের বর্তমান খলিফার ) নাম ধরিয়া তাঁহাকে হত্যা করার জন্য প্রকাশ্যভাবে উস্কানী দেওয়া সত্বেও এবং বিভিন্নভাবে প্ররোচনা দেওয়া সত্বেও, তাহারা অর্থাৎ ( বৃটিশ সরকার ) এই ব্যাপারে চক্ষু বন্ধ করিয়া রাখিয়াছিল। অতএব, যে সকল সরকারের সাহায্য পূর্বে গোপনীয় ছিল, এখন তাহারা প্রকাশ্যভাবে সম্মুখে আসিয়া গিয়াছে। তাহাদের উদ্দেশ্য যদিও ভিন্ন, কিন্তু আহমদীয়া জামাতই তাহাদের লক্ষ্যস্থল।

সাউদী আরব সম্বন্ধে আমি এতটুকু বলিব যে, তাহাদের উদ্দেশ্য বিশ্লেষণ করার জন্য আমি অধিক সময় লইবনা। সংক্ষেপে আমি ইহাই বলিতে চাই যে, ইতিপূর্বে এইখানে ( লণ্ডন ) 'হেজাজ কনফারেন্স' নামে একটি কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। তাহাতে আহলে সুন্নতদের সংখ্যাগরিষ্ঠের পক্ষ হইতে খুব জোরে-শোরে বক্তৃতা করা হইয়ছিল এবং অত্যন্ত জোরের সহিত এই কথা বলা হইয়াছিল যে "সাউদী আরব 'ওহহাবিয়ত'কে ( তাহাদের আহলে-হাদীস মযহাবকে ) পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য ষড়যন্ত্র করিতেছে এবং নিজেদের অর্থ-সম্পদকে কাজে লাগাইয়া পাকিস্তানেও তাহারা ওহহাবিয়াতকে প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহিতেছে এবং অন্যান্য মুসলমান রাষ্ট্রেও তাহারা ওহহাবিয়তকে প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহিতেছে। অতএব ইহাতে ইসলামী জাহানের সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানদের জন্য একটি খুব বড় বিপদ আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে।" উক্ত কনফারেন্সে এই কথাও বলা হইয়াছিল যে, আহলে-সুন্নত যদি জাগ্রত না হয় এবং সময় মত এই বিপদের মোকাবেলা না করে তাহাহইলে এমন হইতে পারে যে পানি মাথার উপর দিয়া গড়াইয়া যাইবে।

সংক্ষেপে ইহাই ছিল তাহাদের বক্তৃতার বিষয়বস্তু। এমনকি মাঝে মাঝে তাহাদের বক্তৃতা শালীনতা বিরোধী ছিল এবং শিষ্টাচারের পরিপন্থি ছিল। কিন্তু বিষয়বস্তু ছিল ইহাই যাহা আমি বর্ণনা করিয়াছি। মুসলমানদের মনোযোগ অর্থাৎ অ-আহমদীদের মনোযোগ আহমদীদের দিকে ফিরাইয়া দেওয়া ছাড়া এবং তাহাদের ক্রোধের গতি আহমদীয়াতের দিকে ফিরাইয়া দেওয়া

ছাড়া ( আহলে সুন্নতদের ) উপরোক্ত মন্তব্যসমূহের প্রভাবকে বিনষ্ট করার জন্য আর কোন উত্তম পন্থা হইতে পারেনা। যদি সুন্নী আলেমরা ইহাতে অংশগ্রহণ না করে তাহাহইলে আহমদীয়াতকে সমর্থন করার অজুহাতে তাহাদের বদনাম করা যাইবে এবং যদি তাহারা ইহাতেঅংশ গ্রহণ করে তাহাহইলে তাহাদের ( সাউদী আরবের ) উদ্দেশ্য পূর্ণ হইয়া যায়। যাহাহউক, এই আন্দোলনের তাজ ওহহাবী আলেমদের মাথাতেই থাকিবে। অতএব তাহাদের পক্ষ হইতে ইহা একটি খুবই চালাকীপূর্ণ চাল্ ছিল, যদিও নৈতিকতা ও ধর্মীয় আদর্শের দিক হইতে ইহার কোনই বৈধতা খুঁজিয়া পাওয়া যাইবেনা, কিন্তু রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গীর দিক হইতে ইহা বড়ই চালাকীপূর্ণ একটি চাল্ ছিল।

ইহার অন্যতম কারণ ইহাও যে, প্রকৃতপক্ষে পাকিস্তানে ওহহাবী ( আহলে-হাদীস ) মতবাদের পৃষ্ঠপোষকতা করা হইয়াছিল। উহা রাজনৈতিক দোষাক পরিহিত একটি ধর্মীয় জামাত ছিল এবং উহার লাগাম সম্পূর্ণরূপে ও সদা সর্বদা ওহহাবী ও দেওবন্দীদের হাতে রহিয়াছে। কিন্তু এখন খোলাখুলিভাবে আহরারী জামাতের সঙ্গে গাঁট-ছড়া বাঁধা হইয়াছে। আহরারী জামাতের সহিত সাউদী আরবের সম্পর্ক স্থাপনের এই যে নতুন অধ্যায়ের সূচনা হইয়াছে ইহার দায়িত্ব অনিবার্যরূপে প্রেসিডেন্ট জিয়াউল হক সাহেবের বর্ত্তায়। কারণ ইতিপূর্বে আহরারদের সঙ্গে সাউদী আরবের কোন সরাসরি গাঁট-ছড়া ছিলনা।

বস্তুতঃ এই গাঁট এখন অত্যন্ত খোলাখুলিভাবে সম্মুখে আসিতেছে এবং পাকিস্তানের বর্তমান সামরিক সরকার ইহা হইতে এই ফায়দা হাসেল করিতেছে যে, তাহারা একটি দেশ হইতে অর্থ কড়ি পাইয়া যাইতেছে এবং তাহাদের ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকার বৈধতার এই কারণ দর্শাইয়া তাহারা উক্ত অর্থ কড়ি ব্যবহার করিতেছে যে তাহারা ইসলামের খেদমত করিতেছে এবং সেনাবাহিনীর লক্ষ্যইতো হইল ইসলামের সীমান্তগুলির হেফাজত করা। অতএব আহ্‌মদীদের বিরুদ্ধে দুশমনীর মাধ্যমে তাহারা ইসলামের সীমান্তগুলি হেফাজত করিতেছে। সুতরাং ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকার তাহাদের পূর্ণ বৈধতা রহিয়াছে। অতএব ইহাতে সৌদী আরব সরকার ও পাকিস্তান সরকার—উভয়ের অভিষ্ট লক্ষ্য সিদ্ধির পথ সুগম হইয়া যায়।

উপরোক্ত 'খতমে নবুয়ত' কনফারেন্সের সহিত পাকিস্তানের প্রেসিডেন্টের সম্পর্কের ব্যাপারে এখন আমি কিছু বলিব। তিনি উক্ত কনফারেন্সে বাণী প্রেরণ করিয়াছিলেন এবং কনফারেন্সে অংশ গ্রহণের জন্য ও পাকিস্তানের রাষ্ট্রদূতকে স্বয়ং ঐ বাণী পাঠ করার জন্য তিনি বাধ্য করিয়াছিলেন। রাষ্ট্রদূত কর্তৃক উক্ত বাণী পাঠ করার ব্যাপারে আমার কোন নিশ্চিত জ্ঞান নাই। কিন্তু রাষ্ট্রদূত কর্তৃক কনফারেন্সে অংশ গ্রহণ করার জন্য আদেশ-পত্র পাকিস্তানের রাজধানী হইতে গিয়া পৌছিয়াছিল। যাহাহউক, এই কনফারেন্সকে অসাধারণ গুরুত্ব দেওয়া হইয়াছে। ইহার কারণ কি? ইতিপূর্বে পাকিস্তানে যাহা কিছু ঘটিতেছিল তাহাতো ঘটিতে ছিলই। কিন্তু আমরা ইহা অবগত আছি যে, কয়েক মাস যাবত পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট নীরব ছিলেন অর্থাৎ অতীতে আহমদীদের বিরুদ্ধে যত কর্মসূচী গ্রহণ করা হইয়াছিল, ঐগুলি

কার্যকরী করার ব্যাপারে গোপনে সরকারী কর্মচারিদিগকে নিয়মিতভাবে নির্দেশ দেওয়া হইতেছিল। এই কাজ কখনও বন্ধ হয় নাই। কিন্তু প্রেসিডেন্ট সাহেব কিছুকাল হইতে নীরব ছিলেন। এই কনফারেন্স উপলক্ষে অসাধারন জোশের সহিত তিনি নীরবতা ভঙ্গ করিলেন এবং এই কনফারেন্সকে অসাধারন গুরুত্ব আরোপ করিলেন, ইহার কারণ কি ?

ইহার বিভিন্ন কারণ রহিয়াছে। ইহার অন্যতম কারণ এই যে, ইতিমধ্যে নির্বাচন হইয়া গিয়াছে এবং প্রকাশ্যে একটি গণতান্ত্রিক সরকার কায়েম হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু নির্বাচনের এক সুদীর্ঘকাল পরেও গণতান্ত্রিক সরকার কায়েম না করা এইরূপ একটী ব্যাপার যাহা কোন বিবেকসম্পন্ন ব্যক্তি, সে শিক্ষিতই হউক বা অশিক্ষিতই হউক, বুঝিতে পারে না। যাহার সামান্যতম রাজনৈতিক জ্ঞানও রহিয়াছে, সে ইহা ভাবিতে পারে না বা বুঝিতে পারে না যে গণতান্ত্রিক নির্বাচন মার্শাল ল' এর কোলে কিভাবে লালিত পালিত হইতে পারে ? ইহাতো ঠিক এইরূপ ব্যাপার, যেমন কিনা একটি বিড়াল ইঁদুর-ছানাকে লালন পালন করিতেছে এবং ইঁদুর ছানা উহার দুধ পান করিয়া প্রতিপালিত হইতেছে। ইহা অসম্ভব ব্যাপার। ইহা একটি স্ব-বিরোধ। মার্শাল ল' যখন আসে তখন উহা গণতন্ত্রের অবসান ঘটানোর জন্য আসে এবং গণতান্ত্রিক তৎপরতাকে ধ্বংস করিয়া দেওয়ার জন্য আসে। গণতান্ত্রিক তৎপরতা মার্শাল ল'-এর অধীনে উৎকর্ষতা লাভ করিতে পারে না। ইহাতো অসম্ভব ব্যাপার। কিন্তু গণতন্ত্র যখন মাথা উঁচু করে তখন মার্শাল ল' টলমল করিতে থাকে এবং একদিকে সরিয়া দাঁড়ায়। অতএব ইহা এরূপ একটি স্ববিরোধ ছিল যে, ইহা হইতে জনগণের মনোযোগ অন্যদিকে ফিরাইয়া দেওয়া জরুরী হইয়া পড়িয়াছিল। পূর্ব হইতেই যেমন মনে করা হইত তেমনি ইহার জন্যও সব চাইতে মজলুম বা জাগতিক দিক হইতে যাহাকে দুর্বল জামাত মনে করা হইয়াছে, উহা হইল আহমদীয়া জামাত অতএব ইহা খুবই সুস্পষ্ট হইয়া গিয়াছে যে পুরাতন কথা আবার কেন নতুন করিয়া উত্থাপিত হইল ?

জুলুমকে অন্যদের দেশে স্থানান্তরিত করাও ইহার একটি উদ্দেশ্য ছিল। বস্তুতঃ এই কনফারেন্সের কেবল মাত্র ইহাই উদ্দেশ্য ছিল না যে ইহা ইংল্যান্ডে অনুষ্ঠিত হইবে, যাহাতে পূর্ব অনুষ্ঠিত সুন্নী কনফারেন্সের প্রভাবকে বিনষ্ট করা যায়। বরং ইহাও একটি পলিসি যে, পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের সর্বত্র এই ধরণের কনফারেন্সের অনুষ্ঠান করা হইবে, যাহাতে আহমদী বিরোধী উস্কানী অন্যান্য দেশে স্থানান্তরিত করা যায়। ইহার মধ্যে আরো একটি চালাকী রহিয়াছে। তাহাদের উদ্দেশ্যাবলীর পশ্চাতে একটি চালাকী ইহাও রহিয়াছে যে, আহামদীয়া জামাত সমগ্র বিশ্বে বড় জোরে শোরে এই আওয়াজ উঠাইতেছে যে পাকিস্তানের একজন সামরিক একনায়ক লক্ষ লক্ষ নিরপরাধ স্বদেশবাসীর উপর জুলুম করিতেছে এবং জুলুম করিয়া চলিয়াছে এবং ইহা হইতে নিবৃত হইতেছেনা। পৃথিবী ব্যাপী এই আওয়াজের অসাধারণ প্রভাব সৃষ্টি হইয়াছে এবং দিনের পর দিন অধিক হইতে অধিকতর সরকার এই কথা বিশ্বাস করিয়া চলিয়াছে যে পাকিস্তানের বর্ত্তমান সরকার জালেম। পাকিস্তান সরকারের বর্ত্তমান কর্মকর্তাগণ ইহার উত্তর দুইভাবে দেওয়ার চেষ্টা করিয়াছে। ইতিপূর্বে তাহারা আহমদীদের বিরুদ্ধে আন্দোলন করার চেষ্টা করিয়াছে এবং বিদেশে বসবাসকারী পাকিস্তানীদের মধ্যে এই ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করিয়াছে যে, আহমদীরা পাকিস্তান-বিরোধী এবং আহমদীরা পাকিস্তানের বদনাম করিতেছে। ইহার ফলে বিদেশে বসবাসকারী পাকিস্তানীদের মধ্যে পাকিস্তানের বর্ত্তমান সামরিক এক নায়কের বিরুদ্ধে যে আন্দোলন

দানা বাঁধিয়া উঠিতেছিল, উহার গতি পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল। অজ্ঞতাবশতঃ এবং না বুঝার দরুণ অনেক সাদা-সিধা ও সরল প্রকৃতির পাকিস্তানী প্রকৃতপক্ষে তাহাদের এই প্রতারণার ফাঁদে পড়িয়া গিয়াছিল এবং ভুল ধারণা দূর করার জন্য অনেক জায়গায় আমাদিগকে খুবই পরিশ্রম করিতে হইয়াছিল এবং বুঝাইতে হইয়াছিল যে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে আহমদীদের দুশমনীর প্রশ্নই উঠেনা। বরং আমরাই সব চাইতে অধিক দেশ প্রেমিক। খোদার ফজলে তোমাদের জুলুম সহ্য করা সত্ত্বেও আজিও যদি পাকিস্তানের জন্য কোন বিপদ উপস্থিত হয় তাহাহইলে সবচাইতে অধিক কোরবানী করিবে পাকিস্তানের আহমদীরা। এতবড় মিথ্যাকথা আমাদের বিরুদ্ধে বলা হইয়াছিল এবং মানুষ এইগুলি বিশ্বাস করিতে শুরু করিয়াছিল। ইংল্যাণ্ডের কোন কোন জায়গায় বিশেষ করিয়া ব্রেডফোর্ড অঞ্চলে এবং এইরূপ আরও অনেক অঞ্চলে যেখানে আজাদ কাশ্মীরের শ্রমজীবি মানুষেরা খুব অধিক সংখ্যায় আসিয়াছে, যাহাদের অধিকাংশের শিক্ষার মান উঁচু নয়, অবশ্য যাহাদের মধ্যে বড় বড় উচ্চ শিক্ষিতও রহিয়াছে, কিন্তু ধর্মীয় ব্যাপারে চিন্তা-ভাবনা করার যাহাদের অভ্যাস নাই বরং কোন কোন বিষয়ে বিশ্লেষণ করার যাহাদের ক্ষমতা নাই, ঐ সমস্ত জায়গায় ও আরও অনেক জায়গায় এবং আফ্রিকাতেও আহমদীয়াতের বিরুদ্ধে ঘৃণা বিদ্বেষ বিস্তার করার জন্য এই হাতিয়ার ব্যবহার করা হইয়াছে, যে ইহারাতো পাকিস্তানের দুশমন একটি জামাত এবং ইহারা পাকিস্তানের বিরুদ্ধে প্রপাগাণ্ডা করিতেছে। কিন্তু ইহা সম্পূর্ণরূপে একটি মিথ্যা কথা। যদি কোন কিছুর নাম 'নির্জলা মিথ্যা রাখিতে হয় তাহাহইলে এই মিথ্যাকে একটি 'নির্জলা মিথ্যা' নাম দেওয়া উচিত। অতএব ইহা একটি নির্জলা মিথ্যা। পাকিস্তানের বিরুদ্ধে আমরা কখনো প্রপাগাণ্ডা করিনা। পাকিস্তানকে জুলুম হইতে রক্ষা করার জন্য আমরা চেষ্টা করি। পাকিস্তানের অন্যান্য রাজনৈতিক দল এবং কোটি কোটি পাকিস্তানীকে তাহাদের ন্যায্য অধিকার হইতে বঞ্চিত করা হইয়াছে। তাহারা যখন সোচ্চার হয় তখন তাহারা পাকিস্তানের দুশমম হইয়া যায়। গনতন্ত্রের উপর মার্শাল ল'কে চাপাইয়া দেওয়া এই কথাই বলিয়া দিতেছে যে অনিবার্য্যরূপে ইহা (পাকিস্তানেরর বর্ত্তমান সরকার) একটি জোর-জুলুমের সরকার এবং বিবেকের স্বাধীনতা বলিয়া এখানে কিছুই আর অবশিষ্ট নাই।

পাকিস্তানের নাগরিকগণ তাহাদের প্রতিনিধি নির্বাচন করিয়াছেন। কিন্তু নির্বাচিত প্রতিনিধিগণের উপর এই আস্থা নাই যে তাহারা দেশের হেফাজত করিবে এবং তাহারা ইসলামের হেফাজত করিবে। ইসলামের হেফাজতের জন্য তাহাদের সামরিক সন্তানের প্রয়োজন এবং এই সামরিক সন্তানদের পিতা-মাতারা ইসলামের দুশমন। অতএব, তাহাদের উপর ভরসা করা যায় না। নাউজুবিল্লাহ মিন জালেক। তাহারা যদি ক্ষমতায় আসে তাহাহইলে তাহারা ইসলামের শিকড়কে উপড়াইয়া ফেলিয়া বাহিরে ছুঁড়িয়া দিবে। কি অদ্ভুত দলিল! কি অদ্ভুত যুক্তি! কিন্তু কথা ইহাই এবং এই দলিলই তাহারা (সামরিক সরকার) দুনিয়ার সম্মুখে পেশ করিতেছে। কিন্তু তাহারা প্রতারণার সহিত ও পর্দার অন্তরালে বিবেককে ধোকা দিয়া ইহা করিতেছে। তাহারা বলিতেছে যে, দেখ, আহমদীয়াতের তরফ হইতে ইসলামের জন্য বিপদ রহিয়াছে। আহমদীয়াতকে নিশ্চিহ্ন না করা পর্যন্ত মার্শাল ল' কিরূপে উঠাইয়া নেওয়া যাইতে পারে? কেননা ইসলামের সত্যিকারের সেবক সেনাবাহিনী ছাড়া আর কেহ হইতেই পারে না। অতএব সেনাবাহিনীই ইসলামকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিবে। কিন্তু তোমাদের (পাকিস্তানে নির্বাচিত প্রতিনিধিগণের) হাতে যদি ক্ষমতা যায় তাহাহইলে তোমরা ইসলামের কিছুই অবশিষ্ট রাখিবে না।

অতএব, ইহাই পাকিস্তান সামরিক সরকারের পিশকৃত দলীলের সার-সংক্ষেপে। অতএব, যখন বিদেশে এই প্রপাগাণ্ডা চালানো হয় তখন উহার ফলশ্রুতিতে কিছু লোক প্রভাবান্বিত হয়। কিন্তু একটি পার্থক্য রহিয়াছে। খোদার ফজলে এইখানে (ইংল্যাণ্ডে) আমাদেরও বলার অধিকার রহিয়াছে এবং পৃথিবীর অন্যান্য দেশেও আহমদীয়া জামাতের বলার অধিকার রহিয়াছে। ঐ সকল দেশে আমরা উত্তর দিয়া থাকি এবং তাহাদিগকে (বিদেশে বসবাসকারী পাকিস্তানীদিগকে) বুঝাইয়া থাকি

যে, তোমরা ও আমরা একই নৌকার আরোহী। তোমরাও মজলুম এবং আমরাও মজলুম। তফাৎ কেবলমাত্র এই যে, আমরা অধিক মজলুম এবং তোমরা কিছুটা কম মজলুম। ইহার চাইতে অধিক কোন তফাৎ নাই। ইহাতে তাহারা ব্যাপারটা বুঝিয়াও ফেলে।

অতএব আমি জামাতকে সতর্ক করিয়া দিতে চাই যে, এই প্রপাগান্ডার অর্থ বুঝার পর তাহাদের মুখ হইতে যেন এইরূপ কোন অসতর্ক কথা বাহির না হইয়া পড়ে যাহাতে এই প্রপাগান্ডা আরো শক্তি সঞ্চার করিতে পারে। সুস্পষ্টরূপে সকল আহমদীর এই কথা বুঝাইয়া বলা উচিত যে, নাউজুবিল্লাহ মিন জালেক, আমরা পাকিস্তানের দুশমন নই। এইরূপ কথাতো কোন আহমদীর ধ্যান ধারণাতেও আসিতে পারে না। বরং খোদার ফজলে আমরা পাকিস্তানের সব চাইতে অধিক দেশ প্রেমিক ও অনুগত নাগরিক। ইহার প্রমাণ এই যে, পাকিস্তান সরকার আমাদিগকে সর্বপ্রকার জুলুমের লক্ষ্যস্থল বানাইতেছে। এতদসত্ত্বেও আমরা পাকিস্তানের আনুগত্য ত্যাগ করি নাই। হাঁ, আমরা একটি গোষ্ঠির জুলুমের বিরুদ্ধে আওয়াজ উঠাইতেছি। কেননা এই জুলুম সমগ্র পৃথিবীতে পাকিস্তানের বদনামের কারণ হইতেছে এবং এই জুলুমের মাধ্যমে পৃথিবীতে ইসলামের বদনাম হইতেছে। তাহারা ইসলামের নাম লইয়া ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকার জন্য অজুহাত পেশ করিতেছে। জুলুমকে যদি ইসলামের অবলম্বন বানান হয় তাহাহইলে ইসলামের বদনাম হইবে।

যাহা হউক, তাহারা এই একটি পন্থা অবলম্বন করিয়াছে। বর্তমানে এই ষড়যন্ত্রকে অধিক সম্প্রসারিত করা হইয়াছে। ষড়যন্ত্রের এই পরিকল্পনার খবর আমরা নিশ্চিতরূপে এই সকল আলেমদের নিকট হইতে পাইয়াছি। ইহা আমাদের অনুমান নয়। যাহারা দরবারি আলেম এবং সরকারের উচ্চতম মহল পর্যন্ত যাহাদের যাতায়াত রহিয়াছে, তাহারা বাহিরে আসিয়া প্রপাগান্ডা করিয়া বেড়ায় যে, আমরা এত আজীমুশশান লোক যে দরবার পর্যন্ত আমাদের যোগাযোগ রহিয়াছে। ইহারা পেটে কথা রাখিতে পারে না। ইহারা বড়ই Cofidence (আস্থা। এর সহিত এবং বড় গোপনীয়তার সহিত আমাদিগকে উক্ত ষড়যন্ত্রের পরিকল্পনা সম্বন্ধে বলিয়া দেয়। ইহারা আরও বলে যে ইহাদের দ্বারা এই ষড়যন্ত্র কার্যকরী করা হইতেছে এবং ইহার জন্য তাহাদিগকে সর্বপ্রকার সাহায্যের নিশ্চিত আশ্বাস দেওয়া হইয়াছে। উপরোক্ত ষড়যন্ত্রটি এই যে, পাকিস্তানে আহমদী বিরোধী যে শত্রুতা চলিতেছে উহা পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে এইভাবে স্থানান্তরিত করিতে হইবে এবং ঐ সকল দেশে যে সকল মুসলমান বসবাস করে তাহাদিগকে এতখানি বিচলিত ও উত্তেজিত করিয়া দিতে হইবে, যাহার ফলশ্রুতিতে তাহারা যেন ঐ সকল দেশেও আহমদীদিগকে হত্যা করিতে আরম্ভ করিয়া দেয় এবং ধ্বংসযজ্ঞ শুরু করিয়া দেয়। যখন ঐ সকল দেশে হত্যা ও ধ্বংসযজ্ঞ আরম্ভ হইয়া যাইবে তখন পাকিস্তান সরকার ঐ সকল দেশকে বলিবে যে "তোমরা আমাদিগকে বলিতেছ যে, তোমাদের দেশে জুলুম হইতেছে। এখন এই জুলুমতো তোমাদের দেশেও হইতেছে।" বর্তমান মুহূর্তে কেহ এই বিশ্লেষণ করিতে পারিবে না যে, এই জুলুমের হোতাও তোমরাই (পাকিস্তানের সামরিক সরকার)। তোমরা পাকিস্তানের মাটিকে অপবিত্র করিয়াছ এবং জুলুমে ভরিয়া দিতেছ। সাময়িকভাবে জগতবাসী কেবলমাত্র ইহাই দেখিবে, আহমদীরাতো একটি অভিশপ্ত জামাত। তাহাদিগকে পৃথিবীর সর্বত্র ঘৃণার দৃষ্টিতে দেখা হয় এবং সর্বত্র

তাহাদের বিরুদ্ধে হত্যা ও ধ্বংস-যজ্ঞের আন্দোলন জারী রহিয়াছে। অতএব পাকিস্তান একাকী কি করিতে পারে? সমগ্র বিশ্ব আহমদী বিরোধী আন্দোলনে শামেল হইয়া গিয়াছে। অতএব পাকিস্তানের সামরিক সরকার ইহাই চাহিতেছে যে, যে কূপের মধ্যে তাহারা রহিয়াছে, ঐ কূপে অন্যানরাও আসিয়া পড়ুক এবং সকলেই উলঙ্গ হইয়া যাক এবং সকলেই তাকওয়ার (খোদাভীরুতার) পোষাক খুলিয়া নগ্ন হইয়া যাক। ইহাই হইল ষড়যন্ত্র এবং ইহাকে বিস্তৃত করার জন্য চেষ্টা করা হইতেছে।

অতএব জামাতকে আমি এই দিক হইতেও সতর্ক করিতেছি। বিগত খোৎবায় আমি আপনাদিগকে বলিয়াছিলাম যে আপনাদের নিজদিগকে হেফাজত করার যে ব্যবস্থা গ্রহণ করার তৌফিক আল্লাহতায়ালা আপনাদিগকে দান করিয়াছেন, ঐ ব্যবস্থা নিশ্চয়ই গ্রহণ করিবেন। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আমি আপনাদিগকে এই ব্যাপারে সতর্ক করিয়া দিতেছি যে ঘৃণার জবাব ঘৃণা দ্বারা দিবেননা, জুলুমের জবাব জুলুম দ্বারা দিবেননা এবং বেহায়াপনা ও অশ্লীল বাক্যের জবাব বেহায়াপনা ও অশ্লীল বাকা দ্বারা দিবেন না। আপনাদের আদর্শ সত্যতার আদর্শ। জিন্দা জাতির দৃষ্টান্ত হেফাজত করা হইয়া থাকে। আপনারাও উক্ত মহান আদর্শের হেফাজত করুন। নিজেদের আদর্শের মানকে নীচু করিয়া দিবেননা। মাথা উঁচু করিয়া চলুন। যেখানে জুলুম হইতেছে, সেখানেও মাথা উচু করিয়া চলুন। যেখানে আপনাদের মাথা উচু করিয়া চলার অনুমতি রহিয়াছে, সেখানেও মাথা উচু করিয়া চলুন। নৈতিকতা ও ইসলামী আদর্শের দৃষ্টিতে আপনাদের মাথা নত হওয়া উচিত নয়। এই দৃষ্টিভঙ্গী হইতে আপনাদের মাথা সদা-সর্বদা উঁচু থাকা উচিত। অর্থাৎ বাহ্যিকভাবেতো একজন মজলুমের মাথাকে বলপূর্বক নত করিয়া দেওয়া যাইতে পারে। কিন্তু যদি তাহার আদর্শ উচুঁ থাকে এবং তাহার নৈতিকতা উঁচু থাকে, তাহাহইলে খোদার দৃষ্টিতে তাহার মাথাই উঁচু বলিয়া গণ্য হয়। এই দিক হইতে আপনারা কখনো কোন প্রকার পরাজয়কে স্বীকার করিয়া নিবেন না এবং কোন প্রকার পরাজয়কে বরন করিয়া নিবেন না। আপনারা নিজেদের আদর্শের হেফাজত করুন এবং উক্ত আদর্শের মধ্যে থাকিয়া আপনারা এই দৃঢ় সংকল্প করুন যে, যেখানেই আহমদীয়াতের ক্ষতি সাধন করার চেষ্টা করা হইয়াছে সেখানেই আপনারা উহার বিপরীত ফল সৃষ্টি করিবেন। এইজন্য তবলীগের উপর জোর দিতেছি। যখন ইহারা হত্যা ও ধ্বংস যজ্ঞের শিক্ষা দেয় তখন ইহার একটি জবাব হইতে পারে যে, আমরাও হত্যা করিব এবং ধ্বংস যজ্ঞ চালাইব। কিন্তু যতক্ষণ পর্যান্ত না আল্লাহতায়ালার তরফ হইতে সরাসরি অনুমতি ও নির্দেশ না আসে ততক্ষণ পর্যান্ত কোরআন করীম ইহার অনুমতি দান করেনা। আমরা আশা রাখি যে এই যুগে ইহার কোন প্রশ্নই উঠেনা। এই জন্য ইলাহী অনুমতি ও নির্দেশ ব্যতীত জুলুমের বিরুদ্ধ অস্ত্র ধারণ করাও ইসলামে নিষিদ্ধ। যত দিন পর্যন্ত কোরআন করীমে اذن للذين يقاتلون بانهم ظلموا এর ফরমান নাযেল হয় নাই

ততদিন পর্যন্ত মোমেনদের জামাত জুলুমের মধ্যে নিপতিত ছিল। মোমেনদের জামাত তের বৎসর পর্যন্ত কঠোর জুলুমের সম্মুখীন হইয়াছিল। কিন্তু আঁ-হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম তাহাদিগকে হাত উঠানোর অনুমতি দান করেন নাই।

আহমদীয়া জামাত সম্বন্ধে আমি এই কথাই বলিব যে, আপনারা আপনাদের হৃদয়ে ঘুনাক্ষরেও এই ধারণা পোষণ করিবেন না যে, আজিকার বা আগামীদিনের মুসলমানদের মোকাবেলায় তাহারা যতই জুলুম করুক না কেন—আপনাদিগকে হাত উঠানোর অনুমতি দেওয়া যাইতে পারে। যদি এইরূপ অনুমতি লাভ করা যাইত তাহা হইলে এই যুগের নাম 'মসীহিয়াত' এর যুগ রাখা হইত না (মসীহিয়াতের' অর্থ হইল প্রতিশ্রুত মসীহের যুগে অকাট্য যুক্তি, ঐশী নিদর্শনাবলী ও আদর্শ প্রচারের দ্বারা শান্তিপূর্ণ উপায়ে ইসলামের প্রাধান্য বিস্তার—অনুবাদক)। হযরত মসীহ মওউদ আলাইহেস সালামকে 'মসীহ' উপাধি দেওয়ার মধ্যে এই হিকমত রহিয়াছে যে, তাঁহাকে বলা হইয়াছে যে আপনার একটি দুইটি বংশকে নয়, শত শত বৎসর ব্যাপীও যদি আপনাদিগকে জুলুম নির্যাতন সহ্য করিতে হয় তাহাহইলে আপনারা উহার জন্য প্রস্তুত হইয়া যান এবং জুলুমের জবাব ক্ষমার দ্বারা দিবেন, ইট, ও পাথর দ্বারা নয়। অবশ্য ব্যক্তিগতভাবে আত্মরক্ষা করার বিষয়টি সম্পূর্ণরূপে একটি ভিন্ন বিষয়। যখন কেহ আক্রমণ করে তখন ব্যক্তিগত পর্যায়ে আত্মরক্ষার ব্যবস্থা করা হয়। এই ব্যাপারে বিশ্বের সকল দেশের আইন অনুমতি দান করে। কিন্তু জাতির পর্যায়ে যুদ্ধে নামিয়া পড়া ভিন্ন কথা। আমি এখন এই বিষয়ে আলোচনা করিতেছি।

অতএব, তবলীগের মাধ্যমে আমাদিগকে প্রতিশোধ গ্রহন করিতে হইবে। যদি আমাদের একটি মাথা কাটা যায় তাহাহইলে তাহাদের মাথা কাটিয়া নয়, তাহাদের মাথা গ্রহণ করিয়া এবং ভালবাসার সহিত তাহাদের সংখ্যাকে আমাদের নিজেদের করিয়া লইয়া তাহাদের সংখ্যায় ঘাটতি সৃষ্টি করিতে হইবে। যদি তাহারা একজন আহমদীকে হত্যা করিয়া আহমদীর সংখ্যা কমাইয়া দেয়, তাহাহইলে আপনারা হাজার গায়ের আহমদীকে আহমদী বানাইয়া তাহাদের সংখ্যায় ঘাটতি সৃষ্টি করুন। ইহাই আপনাদের প্রতিশোধ। ইহা ঐ প্রতিশোধ, যাহা আমরা হযরত আকদাস মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের নিকট হইতে শিখিয়াছি। ইহা ঐ প্রতিশোধ, যাহা আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাহে ওয়া সাল্লাম আবু জেহেল হইতে গ্রহন করিয়াছিলেন। তাহার পুত্রকে তিনি নিজের পুত্র করিয়া লইয়াছিলেন। ইহা ঐ প্রতিশোধ, যাহা তিনি খালিদ হইতে গ্রহন করিয়াছিলেন। তাহার পুত্র খালিদকে তিনি নিজের পুত্র করিয়া লইয়াছিলেন। একটি নহে, দুইটি নহে, শত শত দুশমনের নিকট হইতে হযরত আকদাস মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ক্ষমার মাধ্যমে প্রতিশোধ গ্রহন করিয়া ছিলেন এবং তাহাদের বংশধরেরা মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাহে ওয়া সাল্লামের বংশধর হইয়াগিয়াছে এবং তাঁহার প্রতি দরূদ প্রেরণ করিতে শুরু করিয়াছে এবং তাহাদের নিজেদের পিতামাতার প্রতি অভিসম্পাত দিতে শুরু করিয়াছে। ইহার চাইতে অধিক আজিমুশশান প্রতিশোধের কথা চিন্তাও করা যায় না। ইহা একদিকে যেমন প্রতিশোধ, তেমনি অন্যদিকে ইহা এহসানও বটে। প্রতিশোধ ও এহসানের এইরূপ সুন্দর সমন্বয়ের দৃষ্টান্ত পৃথিবীর কোন জাতি পেশ করিয়া তো দেখাক। আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম যখন বিজয়ের সৌভাগ্য লাভ করিলেন, তখনও এহসানের এই পদ্ধতি জারী ছিল। ইহা কোন মজবুরীর এহসান ছিল না।

অতএব তাহারা (পাকিস্তানের সামরিক সরকার) যে জুলুম পৃথিবীর সর্বত্র স্থানান্তরিত করিয়া চলিয়াছে, উহার প্রতিশোধ আপনারা এইভাবে গ্রহণ করিবেন যে, যেখানে পূর্বে যদি বৎসরে একজন আহমদী হইত তাহাহইলে এখন তথায় একশত আহমদী হইবে, এক হাজার আহমদী হইবে। তাহারা আপনাদিগকে দাবাইবার চেষ্টা করিবে, আপনাদের আশা ও আকাঙ্খার শির তত অধিক সমুন্নত হইতে আরম্ভ করিবে এবং তত অধিক আপনাদের

মধ্যে জোশ ও আশা-আকাঙ্খা সৃষ্টি হইতে আরম্ভ করিবে। নূতন দৃঢ় সংকল্প আপনারা অর্জন করুন। আপনাদের শক্তিতে নূতন উদ্দীপনা সৃষ্টি হউক। ইহাই আপনাদের নসীব হউক এবং ইহাই আপনাদের প্রতিশোধ।

এখন আমি আপনাদিগকে একটি বেদনাদায়ক সংবাদ দিতেছি। ইহা আমার জন্যও একটি ভয়ঙ্কর বেদনার কারণ হইয়াছে। আমি পূর্বে যেমন কিনা বলিয়াছি, ইহা হইল এইরূপ একটি বস্তু, যাহা বর্তমান যুগে আল্লাহ্‌র তরফ হইতে আমরা সম্মানস্বরূপ লাভ করিতেছি এবং এহসানস্বরূপ লাভ করিতেছি। ইহা ঐ বেদনা, যাহা আল্লাহতায়ালা সর্বদা তাঁহার প্রিয়জনদিগকে দান করিয়া থাকেন। ইহা ঐ বেদনা যাহা আল্লাহতায়ালা তাঁহার দুশমনদিগকে দান করেন না। অর্থাৎ ইহা হইল শাহাদাতের বেদনা।

কয়েকদিন পূর্বে আমাদের একজন খুবই মোখলেস ও আত্মোৎসর্গকারী, ইসলামের মোজাহেদ ও ওয়াকফে জিন্দেগী (জীবন উৎসর্গকারী) কুরায়শী মোহাম্মদ আসলাম সাহেবকে বড়ই জালেমানাভাবে কোন ভারাটিয়া গুণ্ডা দ্বারা হত্যা করানো হইয়াছে। তিনি ওয়েষ্ট ইণ্ডিজের ট্রিনিডাডে আমাদের মোবাল্লেগ ছিলেন। তিনি কোন কার্য্যোপলক্ষে বাহিরে গিয়াছিলেন। যখন তিনি তথা হইতে প্রত্যাবর্তন করিতেছিলেন তখন উক্ত নরপুশুরা তাঁহাকে রীতিমত ঘিরিয়া ফেলিল এবং তাঁহাকে মোটর গাড়ী হইতে বাহির করিল ও শক্তভাবে পাকড়াও করিয়া তাঁহার মাথার ছয় ইঞ্চি দূর হইতে ফায়ার করিয়া তাঁহাকে হত্যা করিল। তিনি মরিয়া গিয়াছেন—এই ব্যাপারে সম্পূর্ণরূপে আশ্বস্ত হওয়ার পর তাহারা তথা হইতে বিদায় হইল। এই অঞ্চলে সচরাচর এইরূপ ঘটনা ঘটিয়া থাকে।

জামাতকে আমি বলিতে চাই যে, উপরোক্ত ঘটনার ব্যাপারে আপনাদের কোন অনুমানিক সিদ্ধান্তে পৌঁছান উচিত নয়। যদিও পটভূমি উহাই, যাহা আমি আপনাদিগকে বলিয়াছি, তথাপি তাকওয়ার তাকিদ ইহাই যে, যতক্ষণ পর্য্যন্ত অনুসন্ধান সুসম্পন্ন না হয় ততক্ষণ পর্য্যন্ত দুশমনের বিরুদ্ধেও অভিযোগ আনয়ন করা উচিত নয়। যাহারা আমাদিগকে হত্যা করার জন্য খোলাখুলিভাবে ধমক ও উস্কানী দিতেছে, যতক্ষণ পর্য্যন্ত না প্রমাণ পাওয়া যায় ততক্ষণ পর্য্যন্ত উপরোক্ত শাহাদাতের ব্যাপারে তাহাদের বিরুদ্ধে আপনারা অভিযোগ আনয়ন করিবেন না এবং আমি নিজেও কোন অভিযোগ আনয়ন করিব না। কেননা আমি আপনাদিগকে বলিব যে, আপনাদের কি করা উচিত। এইজন্য আমি যখন পটভূমি বর্ণনা করিয়াছি তখন উহার উদ্দেশ্য এই নয় যে তোমরা যেন এই কথা বল যে, যে সকল আলেম খোলাখুলিভাবে হত্যা করার জন্য উস্কানী দিয়াছে এবং যে সকল সরকার তাহাদের পৃষ্ঠপোষন করে তাহারাই অর্থ দিয়া এই হত্যাও করাইয়াছে। বরং আমি আপনাদিগকে ইহা বলিতে চাই যে এই পটভূমি থাকা সত্ত্বেও আপনারা কোন কুধারণার বশবর্ত্তী হইবেননা। একটি স্বাধীন সরকার এই ব্যাপারে অনুসন্ধান কার্য্য চালাইতেছে। তাহাদিগকে অনুসন্ধান করিতে দিন। এমনও হইতে পারে যে, অন্য কেহ ইহার জন্য দায়ী। অতএব অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া

আমি আপনাদিগকে কিছু বলিবনা। আমি আপনাদিগকে ইহা বলিতে চাই যে, আপনারা আপনাদের দোওয়ায় এই শহিদকে এবং তাঁহার পরিবার পরিজনকে বিশেষভাবে স্মরণ রাখিবেন এবং আপনাদের প্রতিশোধ খোদার উপর ছাড়িয়া দিন। প্রকৃত সত্য এই যে, যখন আমরা বিনা অনুসন্ধানে অভিযোগ আনয়ন করিব তখন বিষয়টি আমরা নিজেদের হাতে নিয়া নিব এবং আল্লাহতায়ালার তকদীর ও তখন পশ্চাতে চলিয়া যাইবে। যদি আমরা বিষয়টি খোদার হাতে থাকিতে দেই, তাহাহইলে আমাদের চাইতে উত্তম প্রতিশোধ গ্রহণকারী আর কেহ হইবে না। খোদা তকদীরের মালিক। 'তিনি আলেমুল গায়েব ওয়াশশাহাদাত' (দৃশ্য ও অদৃশ্য বিষয়ে জ্ঞানী)। কোন গোপন ষড়যন্ত্র তাঁহার দৃষ্টিতে গোপন থাকেনা। রাত্রির অন্ধকারে মানুষ যখন গোপন ষড়যন্ত্র করে, ঐ সময়ও খোদা তাহাদের মধ্যে মৌজুদ থাকেন এবং ঐ সমস্ত ষড়-যন্ত্র সম্বন্ধে অবগত থাকেন। রাত্রির অন্ধকারে যাহারা গোপনে চলে, দিনের আলোতে যাহারা প্রকাশ্যে চলে, যাহারা উচ্চস্বরে কথা বলে, যাহারা নিম্নস্বরে কথা বলে—সকলেই খোদাতায়ালার দৃষ্টিতে রহিয়াছে। দোওয়া করুন যেন আল্লাল্লাহতায়ালা স্বয়ং দুষ্টদের উপর প্রতিশোধ গ্রহণ করেন। আমাদের সম্বন্ধে আমি ইহাই বলিতে চাই যে, আমরা এ প্রতিশোধই গ্রহণ করিব যে, মন্দের বিনিময় আমরা সৌন্দর্য্যের দ্বারা দান করিব এবং ইহাই হইবে আমাদের অবিরত প্রচেষ্টা।

এদদ্ব্যতীত আপনারা আমাদের সেলসেলার অন্যান্য কর্মীদের জন্যও দোওয়া করুন। আল্লাহতায়ালা সকল অনিষ্ট হইতে তাহাদিগকে হেফাজত করুন। জামাত সম্বন্ধে আমি বলিব যে, হেফাজতের প্রচেষ্টা যতখানি করা সম্ভব ততখানি করা উচিত এবং সকলেরই সজাগ থাকা উচিত; সকলেরই উচিত চক্ষু মেলিয়া চলা। জাগতিক দিক হইতে ইহার চাইতে উত্তম কোন ব্যবস্থা হইতে পারে না যে, জামাতের প্রত্যেক ব্যক্তি হুশিয়ার ও সজাগ থাকিবে, চক্ষু মেলিয়া চলিবে এবং প্রত্যেকে মনে করিবে যেন হেফাজতের দায়িত্ব তাহারই। এই দৃষ্টিভঙ্গী অনুযায়ী যদি সমগ্র জামাত তত্ত্বাবধায়ক হইয়া যায়, তাহাহইলে হেফাজতের যে কৃত্তিম পদ্ধতি রহিয়াছে, যেমন সরকার অনেক অর্থ ব্যয় করিয়া বিশেষজ্ঞ নিয়োগ করিয়া থাকে, উহার তুলনায় হেফাজতের এ পদ্ধতি অধিক উত্তম হইবে। অন্যথা, বড় বড় সরকারের হেফাজতের মধ্যেও যখন হত্যাকারী হত্যা করিতে চায় তখন সে হত্যা করিয়াই ছাড়ে। কিন্তু সকলে যদি সজাগ থাকে, সকলের দৃষ্টি যদি হেফাজতের প্রতি নিবদ্ধ থাকে, সকলে যদি মনোযোগী হয় এবং সকলে যদি কোরবানীর জন্য প্রস্তুত থাকে, তাহাহইলে আল্লাহতায়ালার ফজলে হেফাজতের মান সমুন্নত হইয়া যায়।

অবশেষে অন্য একটি দিক হইতে আমি বিষয়টির উপর আলোকপাত করিতেছি যে, পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট সাহেব যে ভাষা প্রয়োগ করিয়াছেন, উহা কোন্ ভাষা? তিনি ইংল্যাণ্ডে অনুষ্ঠিত 'খতমে নবুয়ত' কনফারেন্সে তাঁহার বাণীতে আহমদীয়া জামাত সম্বন্ধে বলিয়াছেন যে, ইহারা (অর্থাৎ আহমদীরা) আমাদের সোসাইটির (সমাজের) ক্যান্সার

উপড়াইয়া ফেলিয়া দিবে। ইহা কিরূপ ভাষা? কোন সুসভ্য দেশের কোন রাষ্ট্রপ্রধান এইরূপ ভাষা ব্যবহার করে না। তাহা হইলে ইহার উদ্দেশ্য কি? ইহা হইতে কি বুঝা যায়? ইহা হইতে কোন আহমদী এই কথা বুঝিতে পারে যে আহমদীয়া জামাতের বিরুদ্ধে তাঁহার কঠোর ব্যক্তিগত ক্রোধ ও শত্রুতা রহিয়াছে। ইহা যেন একটি ধর্মীয় উম্মাদনা। কিন্তু প্রেসিডেন্ট সাহেবের অন্যান্য ক্রিয়াকলাপ ও আচরণ এই কথার সাক্ষ্য দেয় না। কেননা যে ব্যক্তি আহমদীয়া জামাতের বিরুদ্ধে তাহার ক্রোধ ও শত্রুতায় এইভাবে ফাটিয়া পড়েন যে বলার সময় এত কটু ভাষায় বলেন, তিনি কিভাবে কোন কোন আহমদীর গৃহে যাইয়া তাহাদের অনুষ্ঠানাদিতে অংশ গ্রহণ করেন, তাহাদের সংগে একত্রে ছবি তোলেন এবং উভয় পক্ষ এই ব্যাপারে গর্ব করিতে থাকেন। অতএব, ইহাতো সম্পূর্ণরূপে একজন ভিন্ন ধরনের ব্যক্তিত্বের পরিচয় দেয়। সুতরাং ব্যাপারটা অন্য কিছু।

একটি ব্যাপারতো এই যে আমি মনে করি ইহা তাঁহার তকদীর যে, তাঁহাকে এই ভাষা ব্যবহার করিতে হইয়াছে। কেননা ক্যান্সার 'বিশ্বাসঘাতক বিদ্রোহী'কে বলা হয় এবং প্রকৃত সত্য এই যে ক্যান্সার ব্যতীত অন্য কোন রোগের নাম 'বাগী' (বিশ্বাসঘাতক) রাখা হয় না। কেননা ক্যান্সারের দরূন শরীরের যে অংশ বেকার হইয়া যায় এবং যে অংশকে ব্যধিগ্রস্ত মনে করা হয়, উহা শরীরের অন্যান্য অংশের বিরুদ্ধেও বিদ্রোহ করিয়া বসে অর্থাৎ শরীরের অন্যান্য অংশকে রক্ষা করা যায় না। অন্যথা শরীরের ব্যধিগ্রস্ত অংশকে রক্ষা করার চেষ্টা করা হইয়া থাকে। কিন্তু অন্যান্য ব্যধি ও ক্যান্সারের মধ্যে এই পার্থক্য রহিয়াছে যে, ক্যানসার নিজেই শরীরের সুস্থ অংশকেও ঘায়েল করিয়া দেয়। অর্থাৎ শরীরের নিজস্ব একটি অংশ আছে। কিন্তু তাহার রক্ত চুষিয়া ইহা নিজেই বাড়িতে থাকে এবং তাহার অন্যান্য শক্তিকে গ্রাস করিয়া ফেলে এবং সুস্থ অংশগুলি, যাহারা নিজদিগকে রক্ষা করিতে পারে না তাহাদের উপর ইহা প্রাধান্য বিস্তার করে ও তাহাদের রক্ত চুষিতে থাকে। অতএব ইহাই 'বিশ্বাস ঘাতক যাহাকে ইংরেজী বাকধারায় 'ক্যান্সার' বলা হইয়া থাকে, অর্থাৎ শারীরিক বিশ্বাসঘাতকতা। আধ্যাত্মিকতার দিক হইতে ইহার নাম এবং এইরূপ ব্যক্তির নাম 'আশের' (أشر) রাখা হয়। বস্তুতঃ কোরআন করীম হইতে জ্ঞাত হওয়া যায় যে পূর্বেও এরূপ কোন কোন লোকের জন্ম হইয়া ছিল, যাহারা খোদাতায়ালার মনোনীত বান্দাগণকে এবং নেক ব্যক্তিদিগকে 'আশের' নামেই অভিহিত করিয়াছিল। অর্থাৎ তাঁহাদিগকে সোসাইটির ক্যানসাররূপে আখ্যায়িত করা হইয়াছিল। কুরআন করীম বলে যে সামুদ জাতির এক ব্যক্তি বলিল বা সামুদ জাতি হযরত সালেহ (আঃ)-কে সম্বোধন করিয়া বলিল :

اا لقى ا لذ كر علىه من بيننا بل هو كذ ا ب ا شر

"আমাদের মত লোকদের মধ্যে কি খোদার জেকের শুরু হইয়া গিয়াছে? আমাদের মত লোকদের নিকট কি খোদার জেকের অবতীর্ণ হইবে? আমরা কি আমাদের সমাজের অবস্থা জানি না? ইহা কিরূপে সম্ভব যে, আল্লাহতায়ালা বাক্যালাপ করেন এবং আমাদের মত লোকদের মধ্য হইতে কাহারো সহিত বাক্যালাপ করেন?" উপরোক্ত কোরআনী আয়াতের

'মিন বাইনেনা' অংশটি তাহাদের প্রকৃত স্বরূপ উদঘাটিত করিয়া দিয়াছে। অর্থাৎ 'আমরা জানি যে আমরা কতখানি নেক। আমাদের পবিত্রতার করুন অবস্থা সম্বন্ধে আমরা জ্ঞাত আছি এবং আমাদের মধ্য হইতে এক ব্যক্তি দণ্ডায়মান হইয়াছে এবং এই দাবী করিতেছে যে তোমাদের মধ্যে আমার উপর আল্লাহর জেকের অবতীর্ণ হইতেছে। ইহা হইতে পারে না। 'খাল হুয়া কাজ্জাবু আশের'—না, না, ইহা হইতে পারে না। বরং এই ব্যক্তিতো অত্যন্ত কট্টর মিথ্যাবাদী এবং 'আশের'—এই ব্যক্তিতো বিদ্রোহী ও সোসাইটির ক্যান্সার। এই ব্যক্তি তোমাদিগকে গিলিয়া ফেলিবে এবং তোমাদের রক্ত চুষিয়া ফেলিবে। ব্যধিগ্রস্ত অংশ হওয়া সত্বেও ইহা (হযরত সালেহ আলাইহেস সালাম) 'সুস্থ অংশ'কে কব্জা করিয়া ফেলিবে।" অতএব ইহাকে ক্যানসার বলা হয়। কিন্তু সংগে সংগে এই আয়াতের প্রথম অংশে বলা হইয়াছে যে, তাহাদের দলিল সম্পূর্ণরূপে বাজে ও অর্থহীন এবং ইহার মধ্যেই ইহার নিজের পরাজয়ের উপকরণ বিদ্যমান রহিয়াছে। যে সোসাইটির অবস্থা এইরূপ যে তাহারা 'লেকায়ে বারীতায়ালা' (আল্লাহতায়ালার মিলন) এর ব্যাপারে হতাশ হইয়া পড়িয়াছে, যাহাদের নিকট ইহা একটি অবাক কাণ্ড মনে হয় যে এই যুগে কোন মানুষের উপর খোদার 'কালাম' (ওহী-এলহাম) অবতীর্ণ হইতে পারে, ঐ সোসাইটির লোকদের এই কথা বলার অধিকার নাই যে 'আমরা নেক ব্যক্তি এবং তুমি পাপী।' নেকতো ঐ ব্যক্তি হইবেন, যাহার সহিত খোদা বাক্যালাপ করেন। ঐ ব্যক্তিকে তো নেক বলা যাইতে পারে না, যে নিজের মুখেই স্বীকার করে যে ইহা অসম্ভব ব্যাপার যে আমাদের মত লোকদের সহিত খোদা বাক্যালাপ করিতে পারেন। অতএব, অন্যদের দুর্বলতার প্রমাণ তোমরা দিতে পার বা না পার, কিন্তু তোমাদের নিজেদের দুর্বলতার স্বীকারোক্তি তোমরা নিজেরাই করিয়াছ।

অতএব ইহা কোন মতেই ঠিক নহে যে, এইরূপ ব্যক্তিকে যিনি খোদার সহিত বাক্যালাপের দাবী করেন অর্থাৎ এই দাবী করেন যে, আল্লাহ তাঁহার সহিত বাক্যালাপ করিয়াছেন, তাঁহাকে 'আশের' বলিয়া অভিহিত করা যাইতে পারে। অর্থাৎ তাঁহাকে বিদ্রোহী আখ্যা দেওয়া যাইতে পারে, যে অন্যদেরকে বলপূর্বক কব্জা করিয়া ফেলে এবং অন্যায়ভাবে কব্জা করিয়া ফেলে। কেননা পূর্বোক্ত ব্যক্তির মধ্যে বিদ্রোহের অন্যান্য লক্ষণ থাকে না। বিদ্রোহের জন্য যে শক্তির প্রয়োজন, বিদ্রোহের জন্য যে দলের প্রয়োজন এবং বিদ্রোহের জন্য যে জাগতিক উপকরণের প্রয়োজন ঐগুলি কিছুই তাহার নিকট থাকে না। অতএব, যে কোন দৃষ্টিভঙ্গী হইতে লক্ষ্য করিলে বুঝা যাইবে যে, ঐসকল ব্যক্তি যাঁহারা খোদার তরফ হইতে আগমন করেন এবং যাঁহারা খোদার সহিত বাক্যালাপ করার দাবী করেন, তাহাদের বিরুদ্ধে কোন ভাবেই এই অভিযোগ আনয়ন করা যায়না যে তাঁহারা 'আশের' অর্থাৎ তাঁহারা সোসাইটির ক্যান্সার। কিন্তু অভিযোগ আনয়নকারীরা যদি তাহাদের নিজেদের অবস্থা সম্বন্ধে চিন্তা করে এবং বিশ্লেষণ করে তাহা হইলে তাহারা দেখিতে পাইবে যে এই দৃষ্টান্ত তাহাদের বেলায় হুবহু সত্য হইয়া যায়। শরীরের একটি অংশ অন্যান্য অংশকে দুর্বল দেখিতে পাইয়া উহাদিগকে কব্জা করিয়া বসে এবং তাহাদের সকল অর্থনৈতিক চ্যানেলকে কব্জা করিয়া ফেলে। যে পবিত্র রক্ত জাতির সর্বসাধারনের দেহে প্রবাহিত হওয়ার কথা ছিল, উহা তখন গুটি কয়েক দখলদারের দেহের শিরায় প্রবাহিত হইতে আরম্ভ করে এবং রক্ত-পিপাসু পিশাচের ন্যায় তাহারা সমগ্র জাতিকে চুষিতে আরম্ভ করে। ইহাকে 'আশের' বলা হয়।

অতএব তোমাদের (পাকিস্তান সরকারের) একটা কিছু দাবী রহিয়াছে। কিছু ঘটনা ও পরিস্থিতি নিশ্চিতভাবে যাহা প্রমাণ করিতেছে, উহা তোমাদের দাবী হইতে সম্পূর্ণরূপে ভিন্ন কিছু

প্রমাণ করিতেছে। যাহা হউক, তোমরা যাহা কিছুই বলনা কেন, আমি ইহা বলিয়া দিতে চাই যে, পৃথিবীর কোন সাহায্য ও অবলম্বনের উপর আমরা ভরসা করি না। একমাত্র এবং একমাত্র খোদাতায়ালার উপরই আমরা ভরসা করি। কিছু কিছু আহমদী অস্থির হইয়া পড়িয়াছে এবং চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে যে বিলম্ব হইতেছে। সময়ের মালিকতো তোমরা নও। সময়ের মালিকতো আমাদের খোদা এবং তিনিই উত্তম জানেন কোন্ সময় কোন্ তকদীরকে প্রকাশ করিতে হইবে। পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট সাহেব কিছুকাল নীরবতা অবলম্বন করার পর হঠাৎ কেন নীরবতা ভঙ্গ করিলেন—ইহার একটি কারণ এই হইতে পারে যে, খোদার যে তকদীর সম্বন্ধে আলাপ-আলোচনা হইতেছিল যে উহা শীঘ্রই নাযেল হইবে, উহা বাহ্যতঃ নাযেল হয় নাই।

বস্তুতঃ আমরা অবগত আছি যে, পাকিস্তানে সি, আই, ডি-দের তরফ হইতে একনাগাড়ে এইরূপ রিপোর্ট প্রেরণ করা হইতেছিল যে আহামদীয়া জামাত এই কথা বলে যে, তোমার (প্রেসিডেন্ট জিয়াউল হক সাহেবের) মেয়াদকাল আট বৎসর এবং ইহার অধিক কাল ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকিবেনা, যদিও হযরত আকদাস মসীহ মওউদ আলাইহেস সালাতু ওয়াস সালামের এলহামে কোন ব্যক্তির নামের উল্লেখ ছিল না এবং কোন নির্দ্ধারিত সময়েরও উল্লেখ ছিল না। কিন্তু যাহারা নির্যাতীত এবং যাহাদিগকে কষ্ট দেওয়া হইতেছে তাহারা অবলম্বন খুঁজিয়া বেড়াইবে এবং খুঁজিয়া বেড়াইবে পুস্তকের ঐ জায়গা যেখানে সম্ভাবনাস্বরূপ কোন কিছুর উল্লেখ রহিয়াছে। অতএব হইতে পারে যে আহমদীরা উহা বিশ্বাস করিয়া থাকিবে (অর্থাৎ প্রেসিডেন্ট জিয়াউল হক সাহেবের মেয়াদকাল সম্বন্ধে—অনুবাদক)। আমি জানি যে কোন কোন সময় আমারও একথা মনে হইয়াছে হযরত মসীহ মওউদ আলাহেস সালাতু ওয়াস সালামের উপরোক্ত ভবিষ্যৎবাণীটি বর্ত্তমান যুগের পরিস্থিতিতে প্রযোজ্য। অতএব ইহাতে কোন আহমদীর কোন অপরাধ নাই।

পাকিস্তানে আহমদীদিগকে কষ্ট দেওয়া হইতেছে, মারা হইতেছে, লুটতরাজ করা হইতেছে এবং জীবনের মৌলিক অধিকার হইতে তাহাদিগকে বঞ্চিত করা হইতেছে। তাহাদেরই স্বদেশবাসীর মাধ্যমে তাহাদিগকে দেশের দুশমন বলিয়া অভিহিত করা হইতেছে এবং তাহাদিগকে হত্যা করা হইতেছে। তদুপরি দেশের রাষ্ট্র প্রধান হইয়াও জিয়াউল হক সাহেব তাহাদের অধিকার হেফাজত করার পরিবর্তে এবং তাহাদের অধিকারের জন্য ও তাহাদের প্রতি ন্যায় বিচারের জন্য তাহাদের দুশমনদিগকে বাধা দেওয়ার পরিবর্ত্তে তিনি স্বয়ং তাহাদের বিরুদ্ধে দুশমনদিগকে স্বাধীনভাবে ছাড়িয়া দিয়াছেন এবং তাঁহার তরফ হইতে এই অপবাদও লাগানো হইতেছে যে, আহমদীরা দেশের দুশমন। এত জুলুম নির্যাতনের মধ্যে থাকিয়াও যদি মুখ হইতে একটি কথাও বাহির না হয় তাহাহইলে উহা হইবে আশ্চর্য্যের ব্যাপার। অতএব এইরূপ অনুমান করা কখনো আশ্চর্য্যজনক ব্যাপার নয়। ইহা সম্ভব যে প্রেসিডেন্ট জিয়াউল হক সাহেব সম্বন্ধে আহমদীদের উপরোক্ত অনুমানই তাঁহার নীরবতার কারণ ছিল। কেননা ধর্ম জগতে এই ঘটনা একবার মাত্র ঘটে নাই, বরং বহুবার ঘটিয়াছে যে, কোন কোন সময় খোদার বান্দাদের কোন কোন দুশমন আভ্যন্তরীন ভীতিতে নিপতীত হইয়া পড়ে যে, বাস্তবিকপক্ষে এমন না হয় যে, খোদার তকদীর সত্য সত্যই খোদার বান্দাদের পক্ষে এবং তাহার বিরুদ্ধে প্রকাশিত হইয়া যায়। বিরুদ্ধাচরণকারী বড় বড় বিদ্রোহী এইরূপ রহিয়াছে, যাহাদের ইতিহাস কোরআনে সংরক্ষিত আছে। তাহারা কিছুকাল নীরব ছিল এবং কিছুকালের জন্য তাহাদের মধ্যে পরিবর্ত্তনের লক্ষণ দেখাগিয়াছিল। অতঃপর তাহারা আবার সাহসী হইয়া উঠিল এবং বেপরোয়াভাবে ঐ সকল জুলুম করিতে আরম্ভ করিয়া দিল, পূর্বে তাহারা যে সকল জুলুম করিতেছিল। অতএব আল্লাহতায়ালা উত্তম জানেন, কি হইয়াছে এবং কেন জিয়াউল হক সাহেব নীরব ছিলেন এবং কেন নীরবতা ভঙ্গ করিলেন?

যাহাহউক, এই ব্যাপারে জাগতিক কারণসমূহ আমাদের সম্মুখে রহিয়াছে। কেন তিনি একটি নির্দিষ্ট সময় পর্য্যন্ত নীরব ছিলেন—উহা বিশ্লেষণ করার জন্য ঐ জাগতিক কারণগুলির একটি কারণ ইহাও হইতে পারে যে পাকিস্তানে গত বৎসরের নির্বাচনে মোল্লারা এইভাবে পরাজিত হইয়াছে

যে কিছুকালের জন্য সরকারের উর্ধতন মহলে একটি কম্পন সৃষ্টি হইয়া গিয়াছিল। পাকিস্তানে কোন সরকারের পক্ষ হইতে মোল্লারা কখনো এতখানি পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করে নাই যতখানি পৃষ্ঠপোষকতা তাহারা বিগত আট বৎসরে লাভ করিয়াছে। ইহার পরে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইল এবং সেনাবাহিনীর পরিচালনাধীন ও ভয়ংকর ধরণের কট্টর মোল্লাতন্ত্রের পৃষ্ঠপোষকতাকারী সরকারের পরিচালনাধীন গণভোট হইল এবং তাহাদের এই বিশ্বাস ছিল যে সম্ভবতঃ সিন্ধুতে, বেলুচিস্তানে পাঞ্জাবে, উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে এবং সারা দেশে যাহারা কট্টর হইতে কট্টরতর মওলানা তাহারাই নির্বাচনে জয়যুক্ত হইবে। কিন্তু বড় বড় ঝানু মৌওলানারা এইভাবে পরাস্ত হইল যে, কিছুকালের জন্য সরকার হতভম্ব হইয়া রহিল যে, ইহা কি ঘটিয়া গেল! অতএব ইহা অসম্ভব নয় যে, জিয়াউল হক সাহেব এই কারনেও নীরব ছিলেন। কিন্তু যাহাই হউক না কেন আল্লাহ নীরবতা উত্তম জানেন, কেন এই নীরবতা অবলম্বন করা হইয়াছিল এবং কেন এইরূপ জালেমানা কায়দায় ইহা ভঙ্গ করা হইয়াছে? আমরাতো ইহা জানি যে, যে আয়াত আমি তেলাওয়াত করিয়াছি উহাতে আল্লাহতায়ালা বলেন ঃ—

ان الذين فتنوا المومنين والمومنت ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق ٥

যাহারা মজলুম মোমেনদিগকে ফেতনার মধ্যে নিক্ষেপ করে এবং উহা হইতে বিরত না হয়, অর্থাৎ তাহাদিগকে 'মুহলত' (কিছুকালের জন্য সময়) দেওয়া হয় তবুও যদি তাহারা জুলুম হইতে বিরত না হয় তাহাহইলে তাহাদের জন্য খোদাও তাঁহার শাস্তিদানের ব্যাপারে পুনরাবৃত্তি ঘটাইবেন। আযাব একবার মাত্র আসিবেনা। বলা হইয়াছে জাহান্নামের আযাব হউক বা কঠোর আযাব হউক—উভয় আযাবই একসংগে আসিবে। অতঃপর এই বিষয়বস্তুটিকে খুবই খুলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে যে, কেন একসংগে খোদার পাকড়াও ও শাস্তির পুনরাবৃত্তি ঘটানো হইবে। ইহা এই জন্য হইবে যে তাহারাও তাহাদের জুলুমে পুনরাবৃত্তি ঘটাইয়াছে। তাহারাও সুযোগ লাভ করিয়াছে, কিন্তু তদসত্বেও তাহারা জুলুম হইতে বিরত হয় নাই। খোদার মুহলতে তাহারা ইস্তেগফার (অনুতাপ) করে নাই। আল্লাহতায়ালা অতঃপর বলেন ان بطش ربك لشديد انه هو يبدى ويعيد অর্থাৎ যে, হে মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম! তোমার খোদার পাকড়াও দেখ। তোমার রাবের পাকড়াও অত্যন্ত কঠোর হইয়া থাকে এবং তিনি আযাবের সূচনাও করেন এবং অতঃপর উহার পুনরাবৃত্তি ঘটাইতেও জানেন। তোমরা যেভাবে জুলুমের সূচনা করিতে জান এবং উক্ত জুলুমের পুনরাবৃত্তি ঘটাইতে জান, তেমনিভাবে স্বীয় বান্দাদের রাব তোমাদিগকে পাকড়াও করিতে জানেন এবং পাকড়াও এর পুনরাবৃত্তি ঘটাইতেও জানেন। কিন্তু বান্দাদের রাব ইহাতে কোন স্বাদ উপভোগ করেন না এবং বান্দারাও ইহা চায়না। وهو الغفور الودود (তিনি অত্যন্ত ক্ষমাশীল ও স্নেহপরায়ণ)।

কোরআন করীমের বর্ণনাভঙ্গী এতই আশ্চর্যজনক যে, এই কালামের প্রতি হৃদয় আসক্ত হইয়া পড়ে। ইহা যদি কোন মানুষের কালাম হইত, তাহাহইলে ইহার পরে এই কথাই লেখা থাকিত যে তিনি (খোদা) বড়ই প্রতিশোধপরায়ণ এবং তিনি তাঁহার পাকড়াও

এর ব্যাপারে খুবই কঠোর। বলা হইতেছে যে তিনি পাকড়াও এর সূচনাও করিতে জানেন এবং উহার পুনরাবৃত্তি ঘটাইতেও জানেন। কিন্তু উপসংহারে বলা হইতেছে وهو الغفور الودود তিনি খুবই ক্ষমাশীল ও খুবই স্নেহপরায়ণ। তাহাহইলে পূর্বের আয়াতের সহিত এই আয়াতের কি সম্পর্ক রহিয়াছে? একটি সম্পর্কতো এই যে নসিহতের জন্য বলা হইতেছে যদিও খোদার পাকড়াও এর তকদীর প্রকাশিত হইয়া পড়িয়াছে, তথাপি তিনি তোমাদিগকে দ্ব্যর্থহীনভাবে বলিয়াছেন যে তিনি এতই ক্ষমাশীল ও এতই স্নেহপরায়ণ যে এখনো যদি তোমরা জুলুম হইতে বিরত হইয়া যাও তাহাহইলে এখনো তিনি তাঁহার পাকড়াও প্রত্যাহার করিয়া নিবেন এবং তাঁহার পাকড়াও এর হস্তকে গুটাইয়া নিবেন। কিন্তু অন্যদিকে এই আয়াতে তাহাদের ভয়ঙ্কর জালেমানা অবস্থার কথা বলিয়া দেওয়া হইয়াছে। বলা হইয়াছে যে, এই খোদার হাতে তোমরা মার খাইবে, যিনি এতখানি ওয়াদুদ, এতখানি স্নেহপরায়ণ ও এতখানি ক্ষমাশীল? ভাবিয়া দেখ যে, তোমরা জুলুমের ক্ষেত্রে যখন সকল সীমা লংঘন করিয়াছ এবং জুলুমের চূড়ান্ত পর্য্যায়ে পৌঁছিয়াছ, কেবলমাত্র তখনই ক্ষমাশীল ও স্নেহপরায়ন খোদার হাতে তোমরা মার খাইতেছ। ইহা এক অদ্ভুত কালাম। একদিকে ইহা আশা ভরসাকে বাড়াইয়া দেয় এবং 'তওবা' করার জন্য উপদেশ দান করে এবং অন্যদিকে জাতির মনোযোগ এই দিকে আকর্ষণ করে যে, যদি তোমরা নিজেদের খোদার হাতে মার খাও তাহাহইলে তোমরা এই মার খাইবে তোমাদের জুলুম নির্য্যাতনের অনিবার্য্য ফল-শ্রুতি-স্বরূপ এবং জুলুমের পুনরাবৃত্তি ঘটানোর ফল-শ্রুতি-স্বরূপ। কিন্তু তোমাদের লজ্জিত হওয়া উচিত যে, তোমরা এতখানি ক্ষমাশীল ও স্নেহপরায়ণ খোদার আযাবের নীচে পড়িয়াছ। তাঁহার স্নেহ ও প্রীতির নমুনা তোমরা দেখিলেনা!

অতএব আমরাতো "গাফুর" ও 'ওয়াদুদ' খোদায় সন্তুষ্ট। তাঁহারই উপর আমরা ভরসা করি এবং ইহাই আমাদের জন্য পয়গাম। ودع اذاهم وتوكل على الله তাহাদের জুলুম নির্য্যাতনকে উপেক্ষা কর এবং নিজেদের রাবের উপর ভরসা রাখ। তিনি অনিবার্যরূপে তোমাদের প্রতি করুণা করিবেন এবং অনিবার্য্যরূপে তিনি তোমাদিগকে বিজয় দান করিবেন। কিন্তু তাহারা যদি তাহাদের জুলুম অত্যাচার হইতে বিরত না হয়, তাহাহইলে তিনি পাকড়াও করিতেও জানেন এবং উক্ত পাকড়াও এর পুনরাবৃত্তি ঘটাইতেও জানেন।

সানী খোৎবায় হুজুর আকদাস (আইঃ) বলেন যে, জুময়ার নামাজের অব্যবহিত পরেই আমি ভ্রাতা মোহাম্মদ আসলাম কোরাইশী শহিদ (ত্রিনিদাদে শাহাদৎ বরণকারী মোবাল্লেগ) সাহেবের 'জানাযা গায়েব' পড়াইব।

(কাদিয়ান হইতে প্রকাশিত সাপ্তাহিক 'বদর' পত্রিকা, ৩রা অক্টোবর ১৯৮৫ইং)

অনুবাদঃ জনাব **নযির আহমদ ভূঁইয়া**

# জুময়ার খোৎবা

( সার সংক্ষেপ )

## সৈয়্যদেনা হযরত খলিফাতুল মসীহ রাবে' ( আইঃ )

( ২৫শে অক্টোবর '৮৫ইং, লণ্ডনস্থ মসজিদে-ফজলে প্রদত্ত )

**'তাহ্‌রীকে-জদীদে'র ৫২তম সাল এবং ৪র্থ দফতর সূচনার কল্যাণময় ঘোষণা আহমদীয়া জামাতের বার্ষিক বাজেট তের কোটি রুপীতে উন্নীত হয়েছে এবং এর মধ্যে 'তাহরীকে জদীদে'র বাজেট হলো এক কোটি একুশ লক্ষ রুপী। আল-হামদুলিল্লাহ।**

তাশাহুদ, তায়া'উয ও সুরা ফাতেহা পাঠের পর সৈয়্যদনা হযরত খলিফাতুল মসীহ রাবে ( আইঃ ) সুরা বাকারার ২৭২—২৭৩ নং আয়াতসমূহ ( "ওয়া মা আনফাকাতুম মিন নাফাকাতিন" থেকে শুরু করে "ওয়া আনতুম লা তুযলামুন" পর্যন্ত ) তেলাওয়াত করেন এবং বলেন যে উক্ত আয়াত-গুলিতে মালী কুরবানী সম্পর্কে অত্যন্ত গভীর তাৎপর্যপূর্ণ তত্ত্ব ও তথ্য বিধৃত রয়েছে এবং এ আয়াতগুলি কয়েকবারই জামাতের সম্মুখে তুলে ধরা হয়েছে কিন্তু প্রত্যেকবারই এ গুলির পর্যালোচনায় অন্তর্নিহিত নতুন বিষয়বস্তু এবং তত্ত্ব ও তথ্য সামনে এসেছে।

হুজুর বলেন, আজ এ আয়াতগুলি আমি জামাতের সামনে 'তাহরীকে-জদীদের ৫২ তম সাল সূচনা সম্বন্ধে ঘোষণার প্রেক্ষাপটে পেশ করছি। হুজুর বলেন, এই যুগে তাহরীকে-জদীদ মালী কুরবানীর মহান ভিত্তি স্থাপন করেছে, তারপর এর মধ্য থেকে আরও বিভিন্ন তাহরীক জন্মলাভ করেছে ও করছে এবং করতে থাকবে।

### মালী কুরবানীর তাৎপর্য ও দার্শনিক ব্যাখ্যা ঃ

হুজুর ( আইঃ ) উক্ত আয়াত সমূহের সারগর্ভ ও জ্ঞানোদ্দীপক তফসীর বর্ণনা করে বলেন, এ আয়াতগুলিতে লোক দেখানো হিসাবে অর্থদানের বিষয়েরও উল্লেখ আছে। আল্লাহতায়ালা বলছেন যে তিনি প্রত্যেক অর্থদানকারীর নিয়ত ও উদ্দেশ্য প্রত্যক্ষ করছেন। যেহেতু আল্লাহতায়ালা এ সব কিছুই দেখছেন, সেজন্য তাঁর পথে অর্থ দানকারীর কুরবানী কখনও ফলহীন বা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয় না। এ আয়াতগুলিতে এ বিষয়েও সাবধান করা হয়েছে যে

ধ্যান-ধারণাতে যদি ত্রুটি থাকে তা'হলে অনুরূপ অর্থ ব্যয়ের কোনই ফায়দা হবে না
وما للظالمين من انصار ,

"ওয়া মা লিযযালেমীনা মিন আনসার"—আয়াতাংশটিতে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ্‌-তায়ালা জুলুমের লক্ষ্য-ক্ষেত্রে কারোই সাহায্য করেন না। হুজুর বলেন যে, এর মধ্যে সৌন্দর্যের দিকটি হলো এই যে, আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম যে পয়গাম ঘোষণা করেছিলেন তা ছিল من انصاري الى الله (—'আল্লাহর দিকে নিজেরা ধাবিত হয়ে এবং অন্যকে তাঁরই দিকে ধাবিত করাবার উদ্দেশ্যে কে বা কারা আমার সাহায্যকারী ?"—অনুবাদক)। আর এই ঘোষণার ফলশ্রুতিতে "আনসারুল্লাহ"—আল্লাহ্‌তায়ালার উদ্দেশ্যে সাহায্যকারী-দেরই উদ্ভব ঘটেছে।

হুজুর বলেন, মানুষের মনে এ ধারণারও উদ্রেক হতে পারে যে, অনেক সময় অশুভ ক্ষেত্রে অর্থব্যয়ের উদ্দেশ্যে তাহরীক বা আহ্বান করা হয় এবং তাতেও সাড়া দেয়া হয় বটে, কিন্তু এরূপ তাহরীক বা আহ্বানে সাড়া দানকারীরা কেবল আত্মম্ভরিতা ও আত্মপ্রদর্শন এবং লোক দেখানোর উদ্দেশ্যেই তা করে থাকে, যার ফলশ্রুতিতে কেবল খারাবি বিস্তার লাভ করে এবং সমগ্র সমাজ কলুষিত হয়ে পড়ে. যার পরিণতিতে মানুষের মধ্যে হারাম মাল ও অবৈধ কাজের প্রতি আকর্ষণ ও লোভ বেড়ে যায়। অপর দিকে যে সব নেক তাহরীক ও পরিকল্পনার উদ্দেশ্যে অর্থ চাওয়া হয় তার ফলশ্রুতিতে কল্পনাতীত (কল্যাণকর) দৃষ্টান্তসমূহের উদ্ভব ও সমাবেশ ঘটে। সাহাবা-এ-কেরাম (রাজিঃ) যখন অর্থ দান করতেন তখন এতই গোপনে দান করতেন, যেন কেউ-ই জানতে না পারে। তবে অবশ্য জাতীয় পর্যায়ে তা প্রকাশ করাও জরুরী হয়ে পড়তো, যাতে অন্যেরাও অনুপ্রাণিত ও উদ্বুদ্ধ হয়। অতএব, আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এ পর্যায়ে ব্যক্তিবিশেষদের মালী কুরবানী প্রকাশও করে দিতেন। কিন্তু ব্যক্তিগত পর্যায়ে সদকা-খয়রাত ও মানত দানকারীগণ যথাসম্ভব চেষ্টা করতেন, যাতে আল্লাহর পথে এ অর্থ দানের বিষয় কেউ যেন জানতে না পারে। সেজন্য রাতের অন্ধকারে লুকিয়ে লুকিয়ে অভাবীদেরকে তাঁরা অর্থ দিয়ে আসতেন।

হুজুর বলেন, এ নমুনা ও দৃষ্টান্ত সমূহ কেবল নবীদের জামাতেই পরিলক্ষিত হয়। তারপর আলোচ্য আয়াতগুলিতে আল্লাহ্‌তায়ালা "ইনফাক ফী সাবীলিল্লাহ—(আল্লাহর পথে অর্থ দান-) কারীদের উদ্দেশ্যে বলেন : يوف اليكم —'তোমাদেরকে শুধু পুরাপুরিই নয়, বরং অত্যন্ত ভরপুর প্রতিদান দেয়া হবে, যে সম্বন্ধে অন্য এক আয়াতে বলা হয়েছে : اضعافا مضاعفة (অর্থাৎ 'বহুগুণ বর্দ্ধিত হারে তাদেরকে প্রতিদানে ভূষিত করা হয়"—অনুবাদক)। সুতরাং এ সকল সওদা (Transaction) একমাত্র নবীদের অনুসারীদের সহিতই খোদাতায়ালা করে থাকেন। অনুরূপ স্বতন্ত্র শান ও মর্যাদা দুনিয়াতে আর কোথাও পরিলক্ষিত হওয়া সম্ভব নয়।

## জামাতে আহমদীয়ার স্বতন্ত্র শান ও মর্যাদা ঃ

হুজুর বলেন, আজ এ সকল আয়াতে আহমদীয়া জামাতের উদ্ভাসিত চিত্র দেখা যাচ্ছে। দুনিয়া যা ইচ্ছা বলুক, কিন্তু এ আয়াতসমূহের চিত্র আহমদীয়া জামাত থেকে কেউ ছিনিয়ে নিতে পারে না। খোদাতায়ালার পথে যারা কিছু দান করেছে, খোদাতায়ালা তাদেরকে কল্পনাতীতরূপে তার প্রতিদান দিয়েছেন এবং শুধু তাদেরকেই না বরং তাদের সন্তান-সন্ততিদেরকেও দিয়েছেন। অতএব, হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)-এর জামাত ছাড়া আর কোন জামাত নাই, যাদের মধ্যে এ সকল আয়াতে বর্ণিত বিষয়বস্তু দেখা যেতে পারে।

## 'তাহরীকে-জদীদে'র ধারাবাহিক উন্নতি ঃ

হযরত মুসলেহ মওউদ (রাঃ) ১৯৩৪ সালে 'তাহরীকে জদীদে'র জারী করেন। আল্লাহতায়ালার স্বতন্ত্রমূলক ব্যবস্থার এতে সদা সক্রিয় থাকে এবং প্রতিটি ব্যক্তি যে এতে অর্থ দান করেছে তাকে তাঁর সন্তুষ্টি ছাড়াও তার ধন-সম্পদে খোদাতায়ালা বরকত দান করেছেন এবং তাঁর এই রীতি কল্পনাতীতরূপে নিরবচ্ছিন্ন ধারায় অগ্রসরমান রয়েছে। 'তাহরীকে-জদীদে'র যখন পঞ্চাশতম বছর ছিল, তখন আমি এই আকাঙ্খা ব্যক্ত করেছিলাম যে, খোদা করুন, এই তাহরীক, যা প্রায় এক লক্ষ রুপীর চাঁদায় আরম্ভ হয়েছিল, তা যেন এক কোটিতে পৌঁছায়। সুতরাং সে তুলনায় যদিও ওয়াদা কম ছিল, কিন্তু উসলী কার্যতঃ এক কোটিই হয়েছিল এবং এখন এই খাতে ওয়াদাসমূহ খোদাতায়ালার ফজলে, পাকিস্তান ও বাহিরের অন্যান্য দেশ মিলিয়ে এ বছরে এক কোটি একুশ লক্ষ সাতান্ন হাজারে উপনীত হয়েছে। এবং তাহরীকে জদীদের সংস্থা থেকে আমাকে জানানো হয়েছে যে, পাকিস্তান সম্বন্ধে তাঁহাদের চেষ্টা এবং আমার খাহেশ এই ছিল যে, ৫০ লক্ষ পর্যন্ত যেন উসলী পৌঁছায় কিন্তু ওয়াদা এ পর্যন্ত (অর্থাৎ ২৫শে অক্টোবর পর্যন্ত) মাত্র ৪৪ লক্ষ ২০ হাজারের পাওয়া গেছে। কিন্তু সেই সঙ্গে তাঁরা লিখেছেন যে, কার্যতঃ তাহরীকে-জদীদের ক্ষেত্রে এমনটিই হয়ে এসেছে যে, উসলী সর্বদা ওয়াদাকে ডিঙ্গাইয়া যায়। সুতরাং বিগত বছর ৩৪ লক্ষের ওয়াদা ছিল, কিন্তু ৪৫ লক্ষেরও অধিক উসলী হয়েছিল, এবং এবারে তাদের ধারণা যে যদিও ৪৪ লক্ষের ওয়াদা আছে কিন্তু তাঁদের দোওয়া ও প্রত্যাশা —(আল্লাহ করুন যেন তাই হয়) এই যে, পাকিস্তানে তাহরীকে-জদীদ খাতে উসলী ইনশাআল্লাহতায়ালা ৫০ লক্ষ ছাড়িয়ে যাবে। কাজেই (তাহরীকে জদীদের) ৫২তম সাল আমাদের জন্য একটি অধিকতর একীন ও দৃঢ়বিশ্বাসের প্রতীক সাল।

খোদাতায়ালার ওয়াদাসমূহকে বড়ই শানের সহিত পূর্ণ হতে আমরা দেখতে পাচ্ছি। এবং প্রতি বছরই তা দেখে চলেছি, ব্যক্তিগত পর্যায়েও এবং সমষ্টিগতভাবেও। জামাতের প্রতিটি কদম সকল প্রকারের বিপদ সঙ্কুল অবস্থায় ও কঠিনতর সময়েও সম্মুখেই অগ্রসর হয়ে চলেছে।

পাকিস্তানে যে প্রতিকূল পরিস্থিতি চলছে তা সত্ত্বেও ওয়াদার ক্ষেত্রে অগ্রগতি ছিল এবং বিগত সালের তুলনায় আজ পর্যন্ত উসলীতেও অগ্রগতি রয়েছে। তাথেকে আমি আশা করছি, তাদের প্রত্যাশা অনুযায়ী ইনশাআল্লাহতায়ালা ওয়াদাসমূহ ৪৪ লাখের পরিবর্তে ৫০ লাখের লক্ষ্য মাত্রায় পৌঁছাবে। পাকিস্তানের বাইরে ৭৭ লক্ষ ৩৬ হাজার ৯ শত ৯০ রুপীর ওয়াদাও ; আমি মনে করি, উসলীর ক্ষেত্রে আরও উপরে উঠবে। কেননা এ পর্যন্ত বাইরের দেশগুলির উসলী তুলনামূলকভাবে পাকিস্তানের উসলীর চেয়ে ভাল এবং জামাতগুলিতে এখন তাহরীকে-জদীদের চাঁদার দিকে মনোযোগেরও উন্মেষ ঘটছে। বহির্দেশে যে চাঁদা বেড়েছে তাও তাহরীকে জদীদের ফলশ্রুতিতেই বেড়েছে এবং বাইরের দেশগুলিতে চাঁদার যে অগ্রগতি সাধিত হচ্ছে, তাও তাহরীকে জদীদের ঐ সব প্রাথমিক মুজাহেদীনের চাঁদার বরকতেই সাধিত হয়েছে, সেসব চাঁদা তাঁরা বড়ই কুরবানী ও দোওয়ার মাধ্যমে দিয়েছিলেন। সেজন্য কাদিয়ানকে কখনও ভুলে যাওয়া উচিত নয়। কেননা এ সব চাঁদা সেখান থেকেই শুরু হয়েছিল। এখন তাহরীকে জদীদের চাঁদা তো এক কোটি একুশ লক্ষেরও কিছু বেশী কিন্তু জামাতের সার্বিক চাঁদার বাজেট তের কোটির উপরে উন্নীত হয়েছে। অন্য কথায়, সমগ্র জামাতের সার্বিক ব্যয়ভারে তাহরীকে জদীদ প্রায় তের ভাগের এক ভাগ বা তার চেয়ে কিছু বেশী পরিমাণ অংশ গ্রহণ করার তওফীক পাচ্ছে।

## 'তাহরীকে-জদীদে'র প্রথম সাঁরির মুজাহেদীনের চাঁদার খাতা চিরকাল সবল ও সজীব রাখার দৃঢ়সংকল্প ঃ

হুজুর বলেন, তাহরীকে-জদীদের অফুরন্ত ফয়েজ ও কল্যাণ রয়েছে। এর বরকতরাশী কিয়ামতকাল ব্যাপী জারী থাকবে, ইনশাআল্লাহ। সেজন্য শুধু তাহরীকে জদীদকেই জিন্দা ও প্রাণ চঞ্চল রাখা উচিত নয়, বরং প্রথম সাঁরিতে কুরবানীকারীদের চাঁদার খাতকেও জিন্দা ও সচল রাখা উচিত। তাঁদের ইয়াদ এবং কুরবানীকে সজীব রাখতে হবে। অতএব এখন যে সংবাদ বা তথ্য পাওয়া গেছে, তা হলো, তাহরীকে-জদীদের প্রাথমিক মুজাহেদীনের চাঁদার যে খাতাসমূহ বন্ধ হয়ে গিয়েছিল ; এ বছরে এ পর্যন্ত সেগুলির মধ্যে আরও সাত শ' খাতা পুনরায় জারী হয়েছে। তাঁদের ওয়ারিশ ( বংশধর )-দের দৃষ্টি আকর্ষণ করান হয়েছে। সুতরাং তারা সন্তুষ্টচিত্তে সে খাতাগুলিকে আবার জারী করেছেন।

এখন তাহরীকে-জদীদকে এ নির্দেশ দেওয়া যাচ্ছে যে যাঁদের ওয়ারিশদের সম্বন্ধে জানা নাই তাহরীক-জদীদের এরূপ মৃত প্রাথমিক মুজাহেদীনের ফিরিস্তি জামাতি পত্রিকা-সমূহে প্রকাশ করা হোক। অন্যান্য দেশেও সেগুলি পাঠান হোক এবং সেখানকার জামাতী পত্রিকায় প্রকাশিত হোক এবং যেসব প্রাথমিক মুজাহিদের কোন ওয়ারিশের সন্ধান পাওয়া যায়, তাঁদেরকে সে সকল সংশ্লিষ্ট মুজাহিদের কুরবানীসমূহকে জীবিত ও সচল রাখার জন্য যেন তাঁদের পক্ষ থেকে নিয়মিত চাঁদা আদায়ের মাধ্যমে তাঁদের স্মৃতিকে যেন তাঁরা সজীব করেন এবং তাঁদের নেকীকে জিন্দা রাখেন।

এর পর হুজুর ( আইঃ ) ঐ সকল প্রাথমিক বুজুর্গানের কুরবানীর দৃষ্টান্ত সমূহের উল্লেখ করেন। তেমনিভাবে অদ্যাবধি যাঁরা তাঁদের নকশে-কদমে কুরবানী করে যাচ্ছেন তাঁদেরও উল্লেখ করেন এবং এ জেহাদে অংশগ্রহণকারীদের জন্য দোওয়ার এলান করেন।

## 'দফতরে-চাহারম ( ৪র্থ )' সূচনার ঘোষণা ঃ

সানী খোৎবাতে হুজুর ( আইঃ ) তাহরীকে-জদীদে 'দফতর চাহারম ( ৪র্থ )' সূচনার ঘোষণা করিতে গিয়ে বলেন যে আজ থেকে যে নূতন মুজাহিদ তাহরীকে-জদীদে শামিল হবেন তাঁরা তাহরীকে-জদীদের 'দফতর চাহারমে'র অন্তর্ভুক্ত হবেন।

( লণ্ডন থেকে প্রকাশিত সাপ্তাহিক 'আল-নাসর' ২৫শে অক্টোবর '৮৫ ইং থেকে অনুদিত )

( ২ )

[ ২৭শে সেপ্টেম্বর, ১৯৮৫ইং জিউরিখ ( সুইজারল্যাণ্ড ) মসজিদে মাহমুদে প্রদত্ত খোৎবার সারসংক্ষেপ ]

তাশাহুদ তায়াওউয এবং সূরা ফাতেহা পাঠের পর হুজুর (আইঃ) বলেন ঃ হ্যামবুর্গে (জার্মানী) বিগত যে খোৎবা আমি পাঠ করেছিলাম, তাতে আমি জামাতের উপর খোদাতায়ালার অনুগ্রহরাজীর কথা উল্লেখ করে বলেছিলাম যে, কিভাবে সেগুলি দৈনন্দিন ক্রমবর্ধমান ও সম্প্রসারিত হয়ে চলেছে। এর মাঝে আমরা বিশেষভাবে আল্লাহতায়ালার এ ওয়াদাটি বড়ই শান ও মর্যাদা সহকারে পূর্ণ হতে দেখতে পাচ্ছি ঃ ان ارض الله واسعة (—'নিশ্চয় আল্লাহর জমীন সুপ্রশস্ত ও সম্প্রসারণশীল') আয়াতটিতে বলা হয়েছে যে, হে আল্লাহর জমীনের অধিবাসীরা ! আমার জমীন সর্বদাই সম্প্রসারতা লাভ করে এসেছে এবং কেউ এ জমীনকে সংকুচিত করতে পারে নাই। সুতরাং উক্ত অর্থে আয়াতটি অতি শান ও মর্যাদার সহিত বাস্তবায়িত হতে আমরা সদা দেখতে পাচ্ছি।

হুজুর বলেন, বিগত খোৎবার প্রসঙ্গ টেনে আজ এ (ইউরোপ) সফরের আরও কিছু ঘটনা বর্ণনা করছি, যাতে আহ্‌বাবে জামাতের দিল্ আল্লাহতায়ালার হাম্‌দ ও শোকরের দ্বারা আপ্লুত হয়। হুজুর ফ্র্যাংকফোর্টে ক্রয়কৃত সাড়ে সাত একর অধ্যুষিত নতুন কেন্দ্রটির সবিস্তারে উল্লেখ করেন। হুজুর আনসার, খোদ্দাম ও লাজনা (অর্থাৎ আহ্‌মদী বয়ঃবৃদ্ধ, যুবক ও মহিলাদের) প্রশংসনীয় উত্তম খেদমতসমূহের কথা উল্লেখ করতে গিয়ে বলেন যে, আহবাবে জামাত দুনিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আলগ-থালগ নিজেদের মূল্যবান সময় দ্বীনের উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করে থাকেন। হুজুর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানেরও উল্লেখ করেন এবং বলেন যে, স্থানীয় অ-আহ্‌মদী বন্ধুরাও বিপুল আগ্রহ ও উৎসাহ প্রদর্শন করেছেন।

হুজুর বলেন, অপর দিকটি যা কিনা আমি বিশেষভাবে উল্লেখ করতে চাই তা হলো এই যে, 'আরযুল্লাহে ওয়া সেয়াতুন' (— আল্লাহর জমীন সুপ্রশস্ত ও সম্প্রসারনশীল') আয়াতে শুধু বাহ্যিক জমীনের প্রশস্ততার ও সম্প্রসারতার কথাই উল্লেখ করা হয় নাই, বরং শান্তনা ও নিশ্চয়তা প্রদান করা হয়েছে যে, আল্লাহতায়ালার দ্বীনের বিস্তার ও প্রসারকে কেউ রোধ করতে পারে না। প্রতিদিন তাতে নতুন নতুন প্রসারতার সংযোজন ক্রমাগত হতে থাকে। সুতরাং হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)-কে আল্লাহতায়ালা وسع مكانك ( —অর্থাৎ 'তোমার গৃহ বা অবস্থানকে সম্প্রসারিত কর') এলহামটির দ্বারাও ব্যক্ত করেছেন যে, 'আমরা তোমার অনুসারী ও ভক্তদেরকে প্রাচুর্য ও প্রসারতা দান করবো। অতএব, এসকল রূহানী সম্প্রসারতার লক্ষণাবলী বড়ই প্রকটভাবে পরিলক্ষিত হতে আরম্ভ করেছে। সুতরাং ফ্র্যাংকফোর্টের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে আরব, ইউরোপিয়ান, আমেরিকান ও জার্মানির লোক যারা যোগদান করিয়াছিলেন তাঁরা অনুষ্ঠান সমাপ্তির পরও স্বেচ্ছায় থেকে যান এবং তাদের প্রশ্নাবলী থেকে প্রকাশ পাচ্ছিল যে, ইসলামের প্রতি সেখানকার মানুষের আগ্রহ-অনুরাগ বেড়ে চলেছে। আরব-

দেরও একটি প্রতিনিধিদল সেখানে উপস্থিত ছিলেন এবং তাঁদের প্রশ্নাবলী থেকে আঁচ পাওয়া যাচ্ছিল যে, তাদের মধ্যে কিছুটা রোষ ও ঘৃণা বিদ্যমান আছে। কিন্তু প্রশ্নাবলীর যখন উত্তর দেয়া হলো তখন তাদের চেহারায় প্রতিক্রিয়ার পরিবর্তন ঘটতে আরম্ভ করলো এবং অত্যন্ত একাগ্রতা ও তন্ময়তার উদ্ভব ঘটলো। তাঁদের দলপতি আমাকে বললেন, "আপনি আমাদের জন্য এই দোওয়া করুন যেন আমরা আপনার জামাতের দিকে আগ্রাহান্বিত ও অনুরক্ত হয়ে পড়ি। এ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, খোদাতায়ালার জমীন তৈরী হয়ে আছে এবং খোদাতায়ালার ফেরেস্তারা সে জমীনকে প্রশস্ত ও সম্প্রসারিত করে চলেছে।

হুজুর বলেন, জামাতে আহ্‌মদীয়ার উচিত আজ বর্তমানকালে বিশেষভাবে তবলীগের দিকে মনোযোগ নিবদ্ধ করা। এখন যদি শৈথিল্য ঘটে তা'হলে মনে রাখুন যে এমনতর সময় জাতিবর্গের ভাগ্যে বার বার জুটে না। খোদাতায়ালার ফজলে চতুর্দিকে জামাতের মধ্যে আগ্রহ ও উৎসাহের সৃষ্টি হয়েছে এবং যেখানেই আমি গিয়েছি সেখানে বয়েত হয় নাই এমন কোন জায়গাই নাই। বিভিন্ন দেশের লোক স্বল্প সময়কালের মধ্যে জামাতের সহিত যোগাযোগ স্থাপন করে বয়েত করার জন্য উদগ্রীব হয়ে পড়েন এবং তাঁদের মধ্যে থেকে আবার বড় বড় মুখলেস ব্যক্তিদের উদ্ভব ঘটে। ফ্র্যাংকফোর্টে অপরাপর লোকদের সহিত সাক্ষাৎকারের প্রোগ্রাম অত্যন্ত সাফল্য মন্ডিত হয়। স্থানীয় ব্যক্তিবর্গের সাথে আলোচনা সভা শেষই হতে চাচ্ছিল না এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই ইসলামের প্রতি তাদের গভীর অনুরাগ লক্ষ্য করা যাচ্ছিল। এসব বিষয়ই আমাকে বাধ্য করছে জামাতকে যেন বার বার মনোনিবেশ করাই যে তবলীগের হক আদায় করুন। আল্লাহতায়ালা আমাদের স্বল্প পরিমাণ প্রচেষ্টাকেও বাড়িয়ে দিয়ে তার নিজ অনুগ্রহে আমাদেরকে আশাতীত সুফল প্রদান করবেন এবং আমাদের উপর তার অফুরন্ত ফজল নাজেল করবেন।

হুজুর বলেন, ভাষার কোন সমস্যা নাই। প্রত্যেক ভাষায় ক্যাসেট সরবরাহ করা যেতে পারে। একবার যদি পয়গাম পেঁাছিয়ে দেয়া যায় তাহলে আবার তারা বই-পুস্তক নেওয়ার এবং ক্যাসেট শোনার জন্য উদগ্রীব হয়ে পড়েন। অতএব, কোন আহমদী যে কোন দেশের মানুষদের তবলীগ করতে চাইলে তার জন্য কোন ওজর আপত্তি থাকতে পারে না যে ভাষা জানা নাই। সে জন্য আমি বার বার জামাতের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি যে, আল্লাহতায়ালা যখন আমাদের পথের প্রতিবন্ধকতাগুলিকে অপসারিত করে দিচ্ছেন তখন আমাদের উচিত এ থেকে ফায়দা গ্রহন করা। আর সেই সঙ্গে উৎসাহ স্পৃহা ও দোওয়ার প্রয়োজন রয়েছে এ বিষয়টিকে নিজেদের জীবনের অভীষ্ট লক্ষ্য হিসাবে নির্ধারণ করুন। সফলকাম হতে পারবেন।

এরপর হুজুর (আইঃ) জার্মানীতে অবস্থানরত একজন আহমদী যুবকের ঘটনা বর্ণনা করেন, খোদাতায়ালা যার প্রচেষ্টায় বরকত দান করেন এবং হুজুর (আইঃ)-র দোওয়ার বরকতে তার মাধ্যমে একটি বয়েতও অনুষ্ঠিত হয়। হুজুর বলেন, জামাতকে তো আল্লাহতায়ালা (কার্য সমাধার ক্ষেত্রে) ধরাধরির একটা বাহানার সুযোগ দেন মাত্র। অন্যথায়, খোদাতায়ালার ফেরেস্তারাই আসলে কাজ সমাধা করে চলেছেন। হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)-এর লিখাসমূহ থেকে জানা যায় যে, ফেরেস্তারা সময় মত সদচেতা ব্যক্তিদেরকে ধাবিত করে নিয়ে আসেন।

হুজুর বলেন, প্রত্যেক আহমদীরই দোওয়া সহকারে তবলীগ করা উচিত এবং নিজেকে সেই স্ত্রীলোকের ন্যায় অনুভব করা উচিত যার কোল আল্লাহতায়ালার ফজল থেকে খালি পড়ে আছে, আর সেজন্য সে ব্যাকুল হয়ে যাচ্ছে যে, হায়! আমিও যেন (কাউকে বয়েত করানোর মাধ্যমে) রূহানী আওলাদের দ্বারা অনুগৃহীত হতে পারি।' তারপর দেখুন, আল্লাহতায়ালার কিরূপ ফজল তার লাভ হয়।

হুজুর (আইঃ) বলেন, হ্যামবুর্গে যে জায়গা দেখে এসেছি, দোওয়া করুন, যে ইসলাম ও আহমদীয়া জামাতের পক্ষে আল্লাহতায়ালার নিকট যদি তার চেয়ে উত্তম জায়গা থাকে, তা'হলে তিনি যেন আমাদেরকে শুধু সে জায়গাই দান না করেন বরং সেখানে যেন একটি শানদার মসজিদ নির্মাণেরও তওফীক দান করেন। আমীন!

হুজুর বলেন, ফ্র্যাঙ্কফোর্ট থেকে আমরা মিউনিখ পেঁছাই, যা কি-না একটি অত্যন্ত বিরাট শহর এবং অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রীয় নগর। সেখানে জামাতের নিজস্ব কেন্দ্র নাই। মোবাল্লেগ ভাড়া করা গৃহে অবস্থান করেন। সেখানকার লোক তাদের স্বভাবগত উগ্রতা ও দাম্ভিকতার জন্য প্রসিদ্ধ। অতএব সেখানে বেশী সংখ্যক লোক উপস্থিত হন নাই। অসাধারণ সাফল্য লাভের প্রত্যাশাও আমাদের ছিল না বরং যাঁরা এসেছিলেন তাদের হাবভাব ও আচরণ ইসলাম বিরুদ্ধ ছিল। সুতরাং তাদেরকে জাগাবার উদ্দেশ্যে তাদের সাথে অনুরূপ পদ্ধতিতেই আলাপ-আলোচনা করা হয়। তাদেরকে বলা হয় যে, 'জার্মান জাতি ইসলাম গ্রহন করবেনা বা করতে পারে না এহেন তাদের ধারণা সম্পূর্ণ একটি ভুল ধারনা।' এমনি ধারায় তারা বেশ নরম হয়ে পড়েন এবং ইসলাম সম্বন্ধে তথ্যগত প্রশ্নাবলী জিজ্ঞাসা করতে আরম্ভ করে দেন। সুতরাং যখন জামাতে আহমদীয়ার দৃষ্টি ভঙ্গীতে ইসলামী আকায়েদের সহিত তাদের পরিচয় করানো হয় তখন তাঁরা সেগুলির সহিত ঐকামত পোষণ করেন এবং সেগুলির প্রতি সমর্থন জ্ঞাপন করেন।

হুজুর বলেন, উক্ত এলাকায় কিছু সংখ্যক আরব ভ্রাতা, যাঁদেরকে আমাদের থেকে দূরে সরানোর অনেক চেষ্টা করা হয়েছিল, তাঁরাও সাক্ষাৎ করতে আসেন এবং কিছুক্ষণ আলাপ-আলোচনার পরেই তাঁরা বই-পুস্তকও পাঠকরার উদ্দেশ্যে নিয়ে যান, এবং ওয়াদা করেন যে, ভবিষ্যতে তাদের মনে যদি কোন প্রশ্ন জাগে তাহলে লিখিতভাবে তা জিজ্ঞেস করে নিবেন।

হুজুর বলেন, যে যে জায়গাতেই আমাদের জন্য জমীন সংকুচিত করার চেষ্টা নেয়া হয় সেখানেই আল্লাহতায়ালা তা আমাদের জন্য প্রশস্ত ও সম্প্রসারিত করে দেন। আশাকরি, তাদের হৃদয়কে আল্লাহ-তায়ালা খুলে দিবেন এবং তাদের ঘৃণাকে প্রীতি ও ভালবাসায় রূপান্তরিত করবেন। হুজুর বলেন, আল্লাহতায়ালার জমীন আমাদের জন্য সকল দিক দিয়েই প্রশস্ত ও সম্প্রসারিত রয়েছে এবং আল্লাহ-তায়ালার তকদীর এ জামাতকে বাড়ানোর উদ্দেশ্যেই কাজ করে চলেছে। এমতাবস্থায় জামাতের দায়িত্ব তাঁরা যেন ইলাহী তকদীরের সঙ্গে চলেন। যে সব লোক পদক্ষেপ গ্রহণে অনীহা বা শৈথিল্য প্রদর্শন করবে তারা বিপরীতমুখী পদক্ষেপ গ্রহনকারী বলে গণ্য হবে। তবলীগের ক্ষেত্রে আপনারা মাত্র কয়েক কদম চলেই দেখুন না কেন আল্লাহতায়ালার ফজলের দমকা হাওয়া স্বয়ং আপনাদেরকে ধাবিত করে নিয়ে চলবে।

হুজুর বলেন, বহুসংখ্যক এরূপ সুসংবাদ পাওয়া যাচ্ছে যেগুলি থেকে প্রতীয়মান হয় যে, আল্লাহতায়ালা খুব শীঘ্র এ জামাতকে বাড়াতে ও উন্নতি দান করতে যাচ্ছেন। সেজন্য প্রত্যেক আহ-মদীই যেন এদিকে সচেষ্ট হন। জামাতের বিপুল পরিমাণ শক্তি এখনও কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয় নাই। সময় অত্যন্ত দ্রুত অতিবাহিত হয়ে যাচ্ছে। এ জামানায় এক বিপ্লব সংঘটিত হতে চলেছে। জগতে বড়ই দ্রুতবেগে পরিবর্তনসমূহ সংঘটিত হবে এবং সেগুলির জন্য যে পরিমাণ প্রস্তুতির প্রয়োজন ছিল তা আমরা (এখনও) সমাপন করতে পারি নাই। কাজেই প্রতিটি আহমদী যার নিকট আমার আওয়াজ গিয়ে পেঁছাচ্ছে, সে যেন নিজেই নিজের নেগরাণ (পর্যবেক্ষক) হয়ে যায়, এবং খোদাতায়ালাকে হাজের-নাজের জেনে এই অঙ্গীকার গ্রহণ করে যে, সে বৎসর কালের মধ্যে কমপক্ষে একজন আহমদী নিশ্চয়

বানাবে এবং যেন দোওয়াও করে। তা'হলে এটা কোনই মুশকিল (কঠিন) ব্যাপার নয়। যখন আল্লাহ-তায়ালার তকদীর কোন জিনিষ আপনাদেরকে দিতে চান, তা'হলে হাত বাড়িয়ে তা গ্রহন না করা শক্ত নাশোকরী হবে। পরিশেষে হুজুর আহবাবে জামাতকে দোওয়ার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করান এবং বলেন যে, যে-কোন মুশকিলের সম্মুখীনই আপনারা হোন না কেন, ব্যক্তিগত সমস্যাই হোক বা অন্য-কোন প্রতিবন্ধকতা, সর্বাবস্থায় দোওয়া করুন। দোওয়ার দ্বারা আল্লাহতায়ালা বহুবিধ রাস্তা খুলে দেন। সেজন্য আমি বার বার আপনাদেরকে দোওয়ার দিকে বিশেষভাবে মনোনিবেশ করতে বলছি। দোওয়ার দিকে আপনাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট করছি—প্রথমেও দোওয়া, শেষেও দোওয়া।

হুজুর বলেন, ইউরোপ ইত্যাদী সকল অঞ্চলে বর্তমান পরিস্থিতির মধ্যে যেসব কল্যাণকর পরিবর্তন ঘটছে তা প্রকৃতপক্ষে পাকিস্তানের মজলুমদের (আহমদী) দোওয়ার ফলে সংঘটিত হচ্ছে। তারা ক্রমাগত জুলুম-নির্যাতন সহ্য করছে এবং মজলুমিয়াতের যুগাবর্তের মধ্য দিয়ে অতিক্রান্ত হয়ে নিজেরা দোওয়ায় নিয়োজিত থেকে আপনাদের অবস্থাবলীতে পরিবর্তন আনয়নের কারণ হয়ে চলেছেন। অতএব, আপনারাও তাদের জন্য দোওয়া করুন, যেন আল্লাহতায়ালা তাদের অবস্থার পরিবর্তন ঘটান। (আমীন !)

অনুবাদ : মৌ: **আহমদ সাদেক মাহমুদ** ( সদর মুরুব্বী )

---

## বাংলাদেশ মজলিসে আনসারুল্লাহ

# ৮ম বার্ষিক ইজতেমা '৮৫

**তাং- ১৩ ও ১৪ই ডিসেম্বর ১৯৮৫ রোজ শুক্র ও শনিবার**

**স্থান: দারুত তবলীগ, ঢাকা**

**জেরে তবলীগ বন্ধুসহ সকল আনসার সাহেবানের যোগদানের জন্য অনুরোধ করছি।**

**মোহাম্মদ আবদুল জলিল**
সেক্রেটারী
ইজতেমা কমিটি '৮৫

# শিশুদের দোওয়ার গুরুত্ব শিক্ষা ও কদাচার পরিহার

## শিশু সন্তানদেরকে 'দোওয়ার গুরুত্ব সম্বন্ধে শিক্ষা দিন কোরআন শরীফ নাজেরা পাঠের সমাপনী অনুষ্ঠান উপলক্ষে উপহার দেওয়ার রীতি পরিহার করুন ঃ

[ হযরত খলিফাতুল মসীহ রাবে ( আইঃ ) ]

[ বাচ্চাদের কোরআন নাজেরা পাঠ সমাপনে দোয়ার অনুষ্ঠান উপলক্ষে লণ্ডন মিশন হাউজের মাহমুদ হলে ১/৭/৮৫ তারিখে প্রদত্ত হযরত খলিফাতুল মসীহ রাবে ( আইঃ )-র জ্ঞানগর্ভ বক্তৃতা নিম্নে প্রদত্ত হলো। ]

হুজুর বলেন, "ইসলাম একটি সহজ সরল ধর্ম. ইহাতে ধর্মীয় বা সামাজিক আচার অনুষ্ঠান খুব কমই দৃষ্টিগোচর হয়। আজিকার পৃথিবীতে কোন অনুষ্ঠানে প্রদর্শনী, নাচ-গান অথবা মদ্যপান ইত্যাদি যাহা আনন্দের কারণ, আমাদের অনুষ্ঠানে এসব নাই। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ—যীশু-খৃষ্টের জন্মোৎসবের ন্যায় মুসলমানদের ঈদ একটি বাৎসরিক উৎসব। এই দিনে আমাদের দোওয়া হ্রাসপ্রাপ্ত না হইয়া বরং বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। ইসলামের শিক্ষা অনুযায়ী সাধারণভাবেও তাহা ঈদ ছাড়াও দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করা হয়। কতক পশ্চিমা পণ্ডিত ব্যক্তি ইহাতে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, ইহা নেহায়েত এক অনুন্নত এলাকার ধর্ম। তাহারা ইহাকে আরবের সভ্যতা বলিয়া আখ্যায়িত করিয়া থাকেন এবং বলেন যে—মোহাম্মদ মোস্তফা ( সাঃ ) যেহেতু এক অনুন্নত এলাকায় জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন সেই জন্য ঐ এলাকার রীতি-নীতিকে তিনি ইসলামের শিক্ষার অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন, যদিও সত্যের সহিত ইহার দূরতম সম্পর্কও নাই। প্রকৃত সত্য এই যে—আরববাসীদের অনুষ্ঠান ও উৎসবে নাচ-গান, মদ্যপান, লড়াই ও এইরূপ অন্যান্য কুসংস্কারমূলক সামাজিক রীতি ও প্রথা অন্তর্ভুক্ত ছিল যাহাকে মানুষ আমোদ-স্ফূর্তির উপকরণ বলিয়া মনে করিত।

ইসলামী এবং পাশ্চাত্য সভ্যতার উৎসবের মধ্যে ইহাও একটি পার্থক্য যে—পাশ্চাত্যে উৎসব উদযাপন কালে সাধারণভাবে অপরাধের সংখ্যা বৃদ্ধি পায় কিন্তু ইহার বিপরীত ইসলামী উৎসবে, দৃষ্টান্ত-স্বরূপ—ঈদের দিনগুলিতে অপরাধের সংখ্যা অন্যান্য দিনের তুলনায় হ্রাস পায়, যদিও আজিকার মুসলমানেরা ইসলামী নীতি মালা হইতে অনেক দূরে সরিয়া গিয়াছে।

আমাদের ব্যক্তিগত জীবনেও ইসলামের এই ঈদের উৎসব ব্যতীত এমন কতগুলি দিবস আছে যাহা আমরা উদযাপন করিয়া থাকি। যথা—'জন্ম-দিবস' পালন প্রথা—যাহা পশ্চিমা-সভ্যতার একটি অভ্যাসে পরিণত হইয়াছে। অধিকাংশ মুসলমানও ইহাতে প্রভাবান্বিত হইয়া রুসম হিসাবে এই দিবসটি উদযাপন করিতেছে। কিন্তু আহমদীয়া জামাতের সৃষ্টির উদ্দেশ্য হইল ধর্মকে নবজীবন দান করা এবং আঁ-হযরত ( সাঃ )-এর পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া

চলা। এই জামাত শুধু এই সকল কু-প্রথার বিরোধীই নহে বরং যে সকল কু-প্রথা পরবর্তীকালে ইসলামে প্রবেশ লাভ করিয়াছে তাহা সমূলে বিনষ্ট করিয়া দেয়। যখনই আপনারা এই ধরণের অনৈসলামিক কু-প্রথায় লিপ্ত হইবেন তখন অকারণে ইহা আপনাদের জন্য বৃথা আর্থিক বোঝা ও দুশ্চিন্তার কারণ, এজন্যই আমরা সরলভাবে জীবন যাপন করাটাকেই পছন্দ করি।"

হুজুর বলেন—"আজিকার দিনটিকে আমরা এই কারণে গুরুত্ব দিতেছি যে, আমাদের শিশুরা ইসলামী কিতাবের এবং আঁ-হযরত (দঃ)-এর প্রতি অবতীর্ণ কোরআন করীমের নাযেরা পাঠ সম্পূর্ণ করিয়াছে, এই উপলক্ষে কোন কৃত্রিম, বানোয়াট বা অর্থহীন আনন্দ প্রকাশের অবকাশ নাই বরং এক্ষেত্রে আমরা তাহাদের নিকট কোরআন করীমের কতক অংশ শুনিয়া থাকি। সমবেতভাবে দোওয়া করি এবং চায়ের সাথে কিছু মিষ্টি বা অন্যান্য খাবার খাইয়া থাকি।

এই অনুষ্ঠানের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও জরুরী অংশ হইল 'দোওয়া'। উপহারাদী আদান প্রদান নয়। ইহাই আমরা আমাদের শিশুদিগকে শিক্ষা দিতে চাই, আজও এখানে যে সকল মেহমান আগমন করিয়াছেন তাহারাও উপহারাদী না নিয়াই আসিয়াছেন। এই কু-প্রথা আমাদের মধ্যে প্রবেশ করিতে শুরু করিয়াছিল, বিগত এইরূপ এক অনুষ্ঠানে উপহার দেওয়ার ব্যাপারে আমি জামাতকে এই জন্য নিয়ন্ত্রণমূলক ব্যবস্থা আরোপ করিয়াছিলাম যাহাতে আমাদের সমাজে অপ্রয়োজনীয় কোন বোঝা চাপিতে শুরু হইতে না পারে। কারণ, দেখা গিয়াছে যে—সময়ের গতিতে ছোট ছোট কু-প্রথা যাহা বাহ্যতঃ ক্ষতিকর বলিয়া মনে হয়না এবং লোকে বলে যে, শিশুকে ছোট একটা উপহার দিলে কি-ইবা ক্ষতি হয়, কিন্তু ধীরে ধীরে এইরূপ ছোট ছোট বিষয়ই আমাদিগকে অন্ধকারের দিকে ঠেলিয়া দেয় এবং ইহাই পরবর্তীতে দেখাদেখি কাজে পরিণত হয়। কেহ এই চাপ সহ্য করিতে না পারিলেও ইহাকে জরুরী কাজ বলিয়া মনে করিতে থাকে। সুতরাং এই রেওয়ায যেন বৃদ্ধি না পায় তজ্জন্য আমি বাধা-নিষেধ আরোপ করিয়াছি। ইহা জানিতে পারিয়া আমি অত্যন্ত খুশী হইয়াছি যে, ছোট্ট-সরলা মেয়েটিকে গতবার উপহার দেওয়া হইয়াছিল, এইবার সে তাহা না পাইয়াও হাসি-খুশী মুখে ঘরে ফিরিয়াছে।

অতএব, আমরা যেন আমাদের শিশুকে উপহার বা পুরস্কার ইত্যাদি কু-প্রথায় লিপ্ত না করিয়া দোয়ার প্রতি তাহাদের মনোযোগ আকর্ষণ করি যাহাতে সে উপহারের চেয়ে 'দোয়া'কে অধিক গুরুত্ব দেয় এবং সেই গুরুত্বকে উপলব্ধি করিতে শিখে। যদি এইরূপ না হয় তাহা হইলে আবার সে অধৈর্য হইয়া সেই উপহারের আশায়-ই চাহিয়া থাকিবে।" হুজুর অতঃপর বলেন—আমরা এইজন্য আমাদের শিশুদিগকে দোয়ার প্রতি মনযোগী করিতে চাই যাহাতে তাহারা এই গুরুত্বটি উপলব্ধি করিতে শিখে যে ইহার ফলে খোদাতায়ালার

ফজল নাযেল হইবে। সম্ভবতঃ এমন কোন আহমদী পরিবার নাই যাহাদের সন্তানেরা দোয়ার ফল লাভ করে নাই। ঘটনাক্রমে আমরা যদি কোন সময় নিরাশও হইয়া পড়ি, তখন আমাদের শিশুরা আমাদিগকে এই নিশ্চয়তা দেয় যে—খোদাতায়ালা আমাদের দোয়ার ফলে নিশ্চয়ই অনুগ্রহ প্রদর্শন করিবেন। সুতরাং পিতামাতা আপন বাচ্চাদিগকে 'চিন্তার কারণ নাই' বলার পরিবর্তে বাচ্চারাই তাহাদের চিন্তা দূর করিয়া দেয়। এই জিনিষটিই একটি মূর্তিমান সত্তা হইয়া তাহাদের সামনে উপস্থিত হয় এবং দোয়ার অলৌকিকতার ফলে তাহাদের মধ্যে এক নূতন শক্তির সঞ্চার হয়।" পুনরায় হুজুর বলেন—"আমার নিজের এইরূপই একটি ঘটনা স্মরণ আছে যাহা বাল্যকাল হইতে আজ পর্যন্ত আমার মনে গভীর রেখাপাত করিয়া আছে। আমার শ্রদ্ধাস্পদ ওয়ালেদ সাহেব হযরত খলিফাতুল মসীহ সানী (রাজিঃ) আমাকে যে উপহার দিয়াছিলেন তজ্জন্য আমি অশেষ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি এবং দোয়া করিয়া থাকি।"

ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ দিতে গিয়া হুজুর বলেন—"বাল্যকালে একদিন আব্বা-আম্মার সাথে আমাদের পাহাড়ী এলাকার বাড়ী হইতে কাদিয়ান আসিতেছিলাম। পথ চলতে চলতে যখন জানা গেল যে গাড়ীতে পেট্রোল শেষ হইয়া গিয়াছে, তখন হযরত ফজলে ওমর (রাঃ) নিজ সন্তানদিগকে বলিলেন—'যে বাচ্চার দোয়ার ফলে আমরা মঙ্গলমত নিরাপদে ঘরে পৌঁছিতে পারিব তাহাকে উপহার স্বরূপ দুই গ্যালন পেট্রোল দেওয়া হইবে।' পেট্রোল শেষ হইবার কথাটা এমন সময় টের পাওয়া গেল যখন রাত শুরু হইয়াছিল এবং রাস্তাও বিপদ সঙ্কুল ছিল। জামাতের নেতা ও খলিফাতুল মসীহ হিসাবে তাঁহার দোয়া অধিক গ্রহণীয় ছিল। কিন্তু আমাদিগকে তিনি দোয়ার গুরুত্ব শিক্ষা দিতে চাহিয়াছিলেন এবং ইহা বুঝাইতে চাহিয়াছিলেন যে, খোদাতায়ালা যিনি রহমত ও ভালবাসার উৎস, তিনি প্রত্যেকেরই দোয়া, সে যে কেহই হউক না কেন, বিশেষতঃ বাচ্চাদের দোয়া বেশী কবুল করিয়া থাকেন। কারণ বাচ্চারা নিষ্পাপ এবং তাহারা খোদাতায়ালার নিকট অধিক প্রিয়, যদি তিনি দোয়া কবুল করিতে ইচ্ছা করেন, তবে বাচ্চাদের দোয়াও যে তিনি কবুল করিবেন ইহা অসম্ভব কিছুই নয়, ইহাই সেই মহান সবক যাহা আমাদিগকে শিক্ষা দেওয়া তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল। খোদার ফজলে সফরে আমরা আগাইতেছিলাম এবং এইরূপ মনে হইতেছিল যে সকল বাচ্চারা দোয়া করিতে ভুলিয়া গিয়াছে। কিন্তু যে মুহূর্তে আমরা কাদিয়ান প্রবেশ করিলাম, খুশীতে তখন আমি চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিলাম, যে—আমার অবিরাম দোয়ার ফলেই আমরা নিরাপদে মঙ্গলমত ঘরে পৌঁছিয়াছি, অতএব প্রতিশ্রুত দুই গ্যালন পেট্রোল আমাকে উপহার দেওয়া হউক, আসলেও আমি দোয়া করিতেছিলাম, সুতরাং আমাকে আমার প্রাপ্য উপহার দেওয়া হইল। এই অবিস্মরণীয় ঘটনাটি আমার জীবনে এক স্থায়ী চিত্র অঙ্কিত করিয়া দিয়াছে এবং এই অভ্যাস আমিও আমার বাচ্চাদিগকে শিক্ষা দিয়া আসিতেছি।"

এই প্রসঙ্গে হুজুর তাঁহার সবচেয়ে ছোট মেয়ে স্নেহাস্পদ তুবা-র বাল্যকালের এক চিত্তাকর্ষক ও ঈমান-বর্ধক ঘটনা বর্ণনা কালে বলেন "আমাদের খামারে যেখানে সাঁতার কাটিবার ও মাছের জন্য একটা ছোট পুকুর আছে, সেখান হইতে একবার তাহাকে সাইকেলে আমার সম্মুখে বসাইয়া ফিরিয়া আসিতেছিলাম। মেয়েটার পায়ে সেদিন সুন্দর এক জোড়া নূতন জুতা ছিল। সাইকেলে বসিবার কারণে তাহার পা' ফুলিয়া যাওয়ায় পথে কোথায়

একটি জুতা পড়িয়া যায় তাহা টের পায় নাই। যখন জুতার কথা তাহার খেয়াল হইল তখন আমরা অনেকটা পথ চলিয়া আসিয়াছি, তাহা ছাড়া সন্ধ্যাও ঘনাইয়া আসিতেছিল। আমরা আবার সেখানে গিয়া অযথা তালাশ করিলাম, অতঃপর যখন আমরা ঘরের দিকে ফিরিয়া যাইতে লাগিলাম তখন অকস্মাৎ উচু গলায় 'আধো'-'আধো' ভাষায় সে 'ইন্না লিল্লাহে রাজেউন' এইভাবে দোয়াটি পাঠ করিল, অল্প বয়সের কারণে সে 'ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজেউন' দোয়াটি পূর্ণরূপে পাঠ করিতে পারে নাই। আমি বাচ্চাদিগকে এই শিক্ষা দিয়া রাখিয়াছি যে, কোন জিনিষ হারাইয়া গেলে এই দোয়াটি পড়িতে হয়। সুতরাং এই দোয়ার কথাটি তখন তাহার মনে হইয়া গেল এবং এইজন্য যে ভাবেই পারিল সেইভাবে পাঠ করিল। তাহার এই দোয়া পড়ার সাথে সাথেই বিপরীত দিক হইতে সাইকেলে চড়িয়া এক ব্যক্তি আসিয়া উপস্থিত হইল, হাতে তাহার সে জুতাটি ছিল, আমি হইয়া আসা সত্ত্বেও কিভাবে সে এই জুতা পাইল তাহা জিজ্ঞাসা করায় লোকটি উত্তরে বলিল, কিছুক্ষণ পূর্বে পেছন হইতে আসিবার সময় পথে আমি এই জুতাটি পাই। হুজুরকে পাশ কাটাইয়া কিছু দূর অগ্রসর হইয়া আমি চিন্তা করিলাম, জুতাতো মাত্র একটি। এই ভাবিয়া আমি ইহা ফেরত নিয়া আসিয়াছি।' (মেয়েটির মুখ দিয়া যখন দোয়ার শব্দগুলি বাহির হইল, ঘটনাক্রমে ঠিক সেই সময়েই এই ব্যাপারটি ঘটিয়া গেল।"

হুজুর আরও বলেন" এই ধরনের অনেক ঘটনা প্রত্যেক আহমদী পরিবারে ঘটিয়া আসিতেছে। ইহাতে শুধু আমার বা আমার মেয়েরই কৃতিত্ব নয় বরং নিজ শিশু সন্তানদিগকে তালীম ও দোওয়ার বরকত সম্বন্ধে শিক্ষা দেওয়ার ফলেই এইরূপ হইয়া থাকে। ইহা শুধু মুসলমানদের জন্যই নয় বরং সমগ্র মানবজাতির জন্য এক পয়গাম। এই কথাটিই আমি আপনাদের সকলের মনে গাঁথিয়া দিতে চাই যে, আপনারা নিজ শিশুদিগের অন্তরে খোদা এবং তাঁহার সত্যিকারের ভালবাসা ঢালিয়া দিবেন। তখন দেখিবেন প্রত্যেকটি ঘরে কিরূপ মোজেজা প্রকাশিত হইতে শুরু করিয়াছে। শিশুদেরতো কোন ধর্ম নাই, তাহারাতো সম্পূর্ণ নিষ্পাপ।

মুসলমান, খৃষ্টান অথবা অন্য যে কাহারও ঘরেই শিশুর জন্ম হউক না কেন, খোদাতায়ালার সত্বা তাহাদের সকলের জন্য একই রকম। আমাদের বংশধরকে গড়িয়া তুলিবার ইহাই একমাত্র উপায়। কিন্তু ইহা কিরূপ আফসোসের বিষয় যে, আমরা আমাদের ভবিষ্যৎ বংশধরকে আজ নিজ হাতে ধ্বংস-বিনষ্ট করিতেছি। ধর্মের প্রতি অনুরাগ কমিয়া যাইতেছে এবং এক নসলের পর পরবর্তী নসল বিনষ্ট ও বরবাদ হইয়া চলিয়াছে। বর্তমানে এই পদ্ধতিটিই অবশিষ্ট রহিয়াছে যাহা আমি আপনাদের সবার জন্য ব্যবস্থা করিতেছি এই উপায়েই আপনারা নিজেদের সন্তান সন্ততিকে প্রকৃত স্রষ্টার দিকে ফিরাইয়া আনিতে সমর্থ হইবেন। পুনরায় তাঁহার উপর ভরসা করুন তাঁহারই নিকট সমর্পন করুন যেন তিনি তাহাদিগকে 'সিরাতাল মুস্তাকীমে' পরিচালিত করেন।

আমার নিকট ইহাই (অর্থাৎ 'দোওয়া') এক পন্থা যদ্বারা অতি বিরাট ফল লাভ হইতে পারে। এইরূপে সকল মানব সন্তান আপন প্রভুর প্রেমিকে পরিণত হইয়া যাইবে এবং খোদাতায়ালা কখনও তাহাদিগকে বিনাশ করিবেন না। এতদ্ব্যতীত সকল প্রকার অস্ত্র-শস্ত্র যাহা মানুষকে ধ্বংস ও বিনষ্ট করিয়া দিতে পারে, এই একক সত্বার সম্মুখে এ সবের কোন মূল্যই থাকিবে না। আজ যদি সারা দুনিয়া এই ব্যবস্থানুযায়ী কাজ করিতে আরম্ভ করে তবে সমস্ত মিথ্যা কাহিনী এবং যুদ্ধাস্ত্র ব্যবহারের পরিণতি-স্বরূপ ধ্বংসের অবসান ঘটানো যাইতে পারে।

অতএব, আপন সন্তান-সন্ততিকে এই শিক্ষা দিন যেন তাহারা খোদাতায়ালাকে ভালবাসে, তাহা হইলে দেখিবেন যে তিনি তাহাদিগকে ধ্বংস করিবেন না এবং ইহাই সময়ের প্রধানতম দাবী।

আল্লাহতায়ালার অনুগ্রহ আমাদের চির-সাথী হউক। আমীন!

অনুবাদক : জনাব ফজলুল করীম (মোল্লা)

# হযরত মসীহ মওউদ ( আঃ )-র খান্দানে দুটি মোবারক বিবাহ সম্পন্ন ঃ

লণ্ডনস্থ মসজিদে ফজলে গত ৩রা আগষ্ট, ১৯৮৫ রোজ শনিবার মজলিসে এরফানের পর হযরত মসীহ মওউদ ( আঃ )-এর খান্দানে পর পর দুটি শাদী-মোবারক সম্পন্ন হয়।

হযরত খলিফাতুল মসীহ রাবে আইঃ-এর ভাগনী ও হযরত মোসলেহ মওউদ ( রাঃ )-এর নাতনী এবং মরহুম মীর দাউদ আহমদ সাহেবের কন্যা মোহতারেমা আমাতুন নাসির নুসরত সাহেবার শাদী মোবারক হযরত মীর্যা বশীর আহমদ রাঃ-র পৌত্র ও সাহেবজাদা মির্যা মজিদ আহমদ সাহেবের পুত্র মোকাররম মির্যা গোলাম কাদির সাহেবের সহিত সর্বমোট ২০,০০০ রূপী মোহরানা ধার্যে সম্পন্ন হয়।

দ্বিতীয় বিবাহটি হযরত মসীহ মাওউদ ( আঃ )-র বর্তমান জীবিত একমাত্র কন্যা হযরত সাহেবজাদী আমাতুল হাফীয বেগম সাহেবার পৌত্র ও নওয়াবজাদা আব্বাস আহমদ খান সাহেবের পুত্র মোকাররম খান ফারুখ আহমদ খান সাহেবের সহিত হযরত মোসলেহ মওউদ ( রাঃ )-এর পৌত্রী ও সাহেবজাদা মির্যা হানিফ আহমদ সাহেবের কন্যা ও হুজুর ( আইঃ )-র ভাতিজী মোহতারেমা আমাতুস সামী সাহেবার শাদী মোবারক সর্বমোট ৫১,০০০ রূপী মোহরানা নির্ধারণে সম্পন্ন হয়। আলহামদুলিল্লাহ।

হুজুর ( আইঃ ) এই বা-বরকত বিবাহগুলি পড়ান এবং হুজুর স্বয়ং কন্যাদের 'ওলী' ছিলেন।

অপরদিকে বরপক্ষের মোকাররম মির্যা গোলাম কাদের সাহেবের উকিল ছিলেন তার চাচা মোকাররম সাহেবজাদা মির্যা মুনীর আহমদ সাহেব এবং মোকাররম ফারুখ আহমদ সাহেবের উকিল ছিলেন তার পিতা মোকাররম নওয়াব আব্বাস আহমদ খান সাহেব।

হযরত মসীহ মওউদ ( আঃ )-র খান্দানে বরকতময় এই মোবারক বিবাহ উপলক্ষে হুজুর ( আইঃ ) ঈমান উদ্দীপক মারেফাতপূর্ণ খুৎবা প্রদান করেন।

তাশাহুদ, তায়াউয ও বিবাহের জন্য নির্দিষ্ট কুরআনী আয়াতসমূহ তেলাওয়াতের পর হুজুর ( আইঃ ) জামাতের খেদমতে মরহুম মীর দাউদ আহমদ সাহেবের উজ্জ্বল দৃষ্টান্তের বিষয় ব্যক্ত করেন, এরপর হুজুর ( আইঃ ) বলেন, বিবাহের খুৎবায় যে কুরআনী আয়াতসমূহ তেলাওয়াত করা হয় তাতে পর পর পাঁচ বার 'তাকওয়ার'—পুনরাবৃত্তি রয়েছে। এবং ইহার উল্লেখের প্রতিটি ক্ষেত্রই ভিন্ন অর্থ রাখে। তাই খুৎবার বিষয়বস্তুতে ইহার বারংবার ব্যবহার ও পুনরুল্লেখ প্রতি জায়গায়ই খুবই গুরুত্ব ও তাৎপর্য বহন করে।

উল্লিখিত আয়াতগুলির মধ্যে এক আয়াত পরেই আল্লাহতায়ালা বলছেন,—দেখ ঐ লোকদিকের মত হইও না. যারা আল্লাহতায়ালাকে ভুলিয়ে দেয়।

হুজুর বলেন, যারা প্রকৃতই খোদা ওয়ালা হয়, তারাতো খোদাতায়ালার সাথে সম্পর্ক দৃঢ়তর করতে থাকে। কিন্তু যে এই সম্পর্কের ক্ষেত্রে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে পিছু হটে, সে বস্তুতঃপক্ষে খোদা তায়ালার সাথে সম্পর্ক যুক্ত নয় বা সম্পর্ক প্রতিষ্ঠায় আগ্রহীও নয়। এই অবস্থা দেখে দুনিয়া ভাবে, খোদাওয়ালারা তবে আর খোদার সহিত সম্বন্ধযুক্ত রইল না।

হুজুর আরও বলেন, আল্লাহতায়ালা বার বার এজন্যই তাকিদ করেছেন যে, কোন কোন সময় খোদাতায়ালাকে স্মরণকারীদের বংশধরেরা তাঁকে ভুলে যায়। স্মরণ রাখা উচিত এই তাকীদে কেবল ব্যক্তিবিশেষই সম্বোধিত নয় বরং সমগ্র জাতিকেই সম্বোধন করা হয়েছে যেন ইহা জরুরী জ্ঞান করা হয় যে তোমাদের জাতীয় জীবন শুধুমাত্র এক পুরুষেই সীমা-বদ্ধ নয়। এমনটি হতে পারে যে এক পুরুষ ত' খোদাতায়ালাকে স্মরণ করতে থাকল কিন্তু পরবর্ত্তীরা তাঁকে ভুলে বসল। তাই যেখানে তোমরা খোদাতায়ালাকে স্মরণকারী রয়েছ, সেখানে পরবর্ত্তীতে আগমনকারী বংশধরদের প্রতিও সজাগ থাক ও তাদের প্রতিও নজর দাও। আয়াতগুলির বিষয়বস্তু পরস্পরের সহিত গ্রথিত হয়ে রয়েছে এবং এদিকে ইশারা করেছে যে, ভবিষ্যতে আগমনকারী বংশধরদের তত্বাবধানের দায়িত্ব তোমাদের উপর ন্যস্ত। তাই এমনটি যেন না হয় যে তারা খোদাতায়ালাকেই ভুলে রইল।

হুজুর (আইঃ) আরও বলেন এই আয়াতগুলিতে ভবিষ্যতে আগমনকারী বংশধরের প্রতি গুরুত্বারোপ ও দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। তানইলে ইহাতো ইতিহাস থেকে প্রমাণিত বিষয় যে, হযরত ইব্রাহীম আঃ হযরত মুসা আঃ আঁ হযরত (সাঃ) এবং তাঁর সাহাবাগণ তো খোদা বিস্মৃত জাতি ছিলেন না: বরং তাঁদের পরবর্ত্তী কালে আগমনকারী বংশধরেরা খোদাতায়ালাকে ভুলিয়ে দিয়েছে যেমন কিনা বলা হয়েছে পরবর্ত্তীতে এমন বংশধরেরা এল যারা শরীয়তের বিধি-নিষেধ মানা ও পালন করা এবং ইবাদত বন্দেগীর পরিবর্তে কামনা ও লালসাকেই প্রাধান্য দিল এমনকি লালসা ও কামনার দাসে পরিণত হল।

হুজুর বলেন, মাতা-পিতাকে এই আশংকার ভীতিও প্রদর্শন করা হয়েছে যে, মাতাপিতার আচরণ সন্তানের মধ্যে প্রভাব ও প্রতিফলন ঘটায়। তথাপি সন্তানের প্রতি অতি বাৎসল্যের কারণে মাতা-পিতা সন্তানকে বস্তুবাদী দুনিয়ার প্রতি আসক্ত হতে দেখেও নির্বাক ভূমিকা পালন করে এবং তাকে খোদাতায়ালার দিকে আহ্বান জানায় না। ফলে বহু নেক মাতা-পিতার সন্তান বিনষ্ট হয়। তাই আল্লাহতায়ালা হুঁশিয়ার করেছেন যে, যদি ভবিষ্যত বংশ-ধরদের তরবীয়তের প্রতি যথাযথ দৃষ্টি না দাও তবে তোমরা বিনাশ পাবে।

হুজুর আরও বলেন, এই যে, খোদাতায়ালা জানিয়েছেন যে—তাদের মত হইও না যারা খোদাকে ভুলিয়ে দিয়ে থাকে। এতে যেন মনে হয় যে, খোদাতায়ালার মধ্যে এ আবার কেমন দুর্বলতা দেখা যাচ্ছে, পূর্বেতো লোক তাঁকে স্মরণ করত কিন্তু এখন ভুলিয়ে দিয়েছে। বস্তুতঃপক্ষে

এখানে তাকীদ করা হয়েছে যে, যারা খোদাতায়ালাকে ভুলিয়ে দিয়ে থাকে তারা নিজেকেও ভুলে যায়। তারা নিজদিগের বর্তমান অবস্থাকে নিজদিগের জন্য মর্যাদাকর বিষয় এমন কি নিজদিগের ভাল-মন্দের ব্যাপারেও উদাসীন হয়ে পড়ে।

সন্তানের তরবিয়তের জন্য মাতাপিতাকে এর চাইতে উত্তম পন্থায় আর তাকিদ করা যায় না যে, যে জাতি ও বংশধরেরা খোদাতায়ালাকে ভুলে যায় তারা দুঃখ দুর্দশা ও গ্লানির শিকারে পরিণত হয় এবং এইভাবে বংশ পরম্পরায় এই অবস্থা চলতে থাকে। অতএব ইহা স্পষ্টাকারে ভবিষ্যতের ভয়ংকর রূপ তুলে ধরে তদ্বিষয়ে সকলকে দায়িত্বের প্রতি সচেতন করেছে।

হুজুর বলেন, দুনিয়ার অন্য কোন ধর্মে বিবাহ উপলক্ষে এমন তাকীদ করা হয় না। সত্য ধর্ম সাব্যস্ত করার জন্য তো এতটুকুই যথেষ্ট যে, কেবল বিবাহ কার্য সমাধা করার ক্ষেত্রে যে দ্বীন হেকমত মারেফাত পূর্ণ এমন শিক্ষা দান করে থাকে, তা ধর্মীয় ও সামাজিক অন্যান্য সম্পর্কাবলীর বিষয়ে কত অসাধারণ ও অতুলনীয় মর্যদাপূর্ণ শিক্ষা দিতে সক্ষম।

হুজুর বলেন, এই বিবাহগুলির জন্য দোয়া করুন যেন তাদের বংশধর থেকে খোদা স্মরণকারী লোকদের সৃষ্টি হয়। এরা আল্লাহওয়ালাদের সন্তান, ঐ বুজুর্গগণের প্রতি আপত্তিকর কোন কর্ম যেন এদের দ্বারা সাধিত না হয়। তাদের আমল দেখে কেহ যেন তাদের বাপ-দাদাদের সম্পর্কে মন্দ কিছু ভাবতে না পারে। তাদের অন্তঃকরণ সর্বদা খোদা-লাভের প্রশান্তিতে ভরপুর থাকুক যে, হ্যাঁ তারা প্রকৃতই খোদাওয়ালাদের সন্তান এবং তারাও খোদাওয়ালাই রয়েছে।

(লণ্ডন বুলেটিন হতে সংকলিত ও অনুদিত)

—মোহাম্মদ হাবিবুল্লাহ

---

## খোদ্দামুল আহমদীয়ার বিজ্ঞপ্তিঃ

স্কুলের বার্ষিক পরীক্ষান্তের ছাত্রদের নিয়ে বাংলাদেশ মজলিস বিভাগীয় পর্যায়ে তালিম-তরবীয়তি ক্লাশ অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা নিয়েছে।

এতদ্বিষয়ে সকল স্থানীয় কায়েদগণকে সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কায়েদ সাহেবের সহিত যোগা-যোগ করতে অনুরোধ জানানো হচ্ছে।

অভিভাবক মহোদয়গণকে সক্রিয় সহযোগিতা এবং ক্লাশের কামিয়াবীর জন্য খাসভাবে দোওয়ার অনুরোধ জানাচ্ছি

—মোহাম্মদ হাবিবুল্লাহ
ন্যাশনাল কায়েদ, বাঃ মঃ খোঃ আঃ

---

## পরীক্ষায় কৃতিত্বের সাথে উত্তীর্ণ

আমার একমাত্র ছেলে মোহাম্মদ সাইফুর রহমান (এনাম) ১৯৮৫ সালে অনুষ্ঠিত এইচ,এস,সি পরীক্ষায় আল্লাহর রহমতে ষ্টার মার্ক ও তিনটি লেটারসহ সর্বমোট ৮৩১ নম্বর পাইয়া প্রথম বিভাগে পাশ করিয়াছে। সে ঢাকার সরকারী ইণ্টারমিডিয়েট টেকনিকেল কলেজের বিজ্ঞান বিভাগ হইতে এই পরীক্ষায় অংশ গ্রহন করিয়াছিল। উল্লেখ্য যে, সে এস,এস সি, পরীক্ষায়ও উক্ত কলেজ হইতে পাঁচটি লেটারসহ ৭৩০ নম্বর পাইয়া প্রথম বিভাগে পাশ করিয়া ছিল। ভবিষ্যতে তাহার আরও সাফল্য ও রূহানী উন্নতির জন্য সকল আহমদী ভাই-বোনদের নিকট খাসভাবে দোওয়ার আবেদন করিতেছি।

খাকছার—

মোহাম্মদ ছিবগাতুর রহমান
ঢাকা আঃ আঃ

# সংবাদ ঃ

## বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনা ও সাফল্যের সহিত খোদ্দামুল আহমদীয়ার উদ্যোগে সিরাতুন্নবী ( সাঃ ) জলসা অনুষ্ঠিত ঃ

আল্লাহতায়ালার অশেষ ফজল ও করমে অত্যন্ত উৎসাহ উদ্দীপনা ও সাফল্যের সহিত বাংলাদেশ মজলিসে খোদ্দামুল আহমদীয়ার উদ্যোগে ৪নং বকশী বাজার রোড, ঢাকা দারুত তবলিগ হল রুমে গত ২৬ শে নভেম্বর ১৯৮৫ ইং বিকাল ৩-০০ ঘটিকায় আনন্দঘন ও মনোরম পরিবেশের মধ্য দিয়া সিরাতুন্নবী (সাঃ) জলসা অনুষ্ঠিত হয় (আলহামদুলিল্লাহ)। পূর্বদিন সন্ধ্যায় সিরাতুন্নবী (সাঃ) দিবস উপলক্ষে দারুত তবলিগ মসজিদ অত্যন্ত মনোরমভাবে আলোক সজ্জিত করা হয়। উক্ত সিরাতুন্নবী (সাঃ) জলসা বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহমদীয়ার নায়েব ন্যাশনাল আমীর (১) মোহতারাম ভিজির আলী সাহেবের সভাপতিত্বে রাত ৮ ঘটিকা পর্যন্ত চালু ছিল। সভার শুরুতে কোরআন তেলাওয়াত এবং দোওয়া পরিচালনা করেন মৌলবী আবদুল আজিজ সাদেক, সদর মুরুব্বী। দোওয়ার পূর্বে হযরত খলিফাতুল মসিহ সানী (রাঃ)-এর লিখা উর্দু নযম পাঠ করেন মৌলবী সালেহ আহমদ সাহেব, সদর মুরুব্বী। নযম শেষে "হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) এর নবুয়ত পূর্ব মক্কী জীবন" বিষয়ের উপর জ্ঞানগর্ভ বক্তৃতা করেন জনাব আবদুল হাদী সাহেব ন্যাশনাল মোতামেদ (১) বাঃ মঃ খোঃ আঃ ও জনাব নজীর আহমদ ভূইয়া, সেক্রেটারী, বাঃ আঃ আঃ।

আসর নামাজের বিরতির পর রসুল (সাঃ)-র শানে স্বরচিত কাছিদা পাঠ করেন জনাব সালাহ উদ্দিন খন্দকার সাহেব। নজম শেষে হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)-র নবুয়ত পরবর্তী জীবন সম্পর্কে মূল্যবান বক্তব্য পেশ করেন জনাব আবদুল জলিল সাহেব, সেক্রেটারী জুবিলি বাঃ আঃ আঃ। অতপর জনাব জসিম উদ্দিন সাহেবের একটি বাংলা নজম পাঠের পর ইসলামের বিজয়ে হুদায়বিয়ার ঘটনা ও ইহার তাৎপর্য বিষয়ক বিশেষ তথ্য বহুল ও জ্ঞানগর্ভ বক্তব্য পেশ করেন মোহতারাম ন্যাশনাল কায়েদ, বাঃ মঃ খোঃ আঃ। অমুসলিম মনীষিদের দৃষ্টিতে রসুল আকরাম (সাঃ) বিষয়ক জনাব শাহ মুস্তাফিজুর রহমান সাহেবের লিখিত বিশ্লেষণ মূলক তথ্য বহুল একখানা প্রবন্ধ পাঠ করেন জনাব কাইসার আলম, সেক্রেটারী তা'লিম ঢাঃ আঃ আঃ। "হযরত রসুল (সাঃ)-এর প্রেমে ইমাম মাহদী (আঃ)" বিষয়ের উপর—তাঁহার বাস্তব জীবনের আমলকৃত, রসুল (সাঃ)-এর প্রেমের অজস্র জলন্ত দৃষ্টান্ত ব্যাখ্যা করেন এবং তাঁহার লেখনি হইতে রসুল (সাঃ)-র প্রেমের অসংখ্য উদ্ধৃতি পাঠ করেন মোহতারাম আহমদ সাদেক মাহমুদ সদর মুরুব্বি সাহেব, খায়রুর রসুল (সাঃ) ও খায়রে উম্মত বিষয়ের উপর সংক্ষিপ্ত অথচ অত্যন্ত মূল্যবান ও জ্ঞানগর্ভ বক্তব্য পেশ করেন মোহতারাম খলিলুর রহমান সাহেব আমীর ঢাঃ আঃ আঃ। সর্বশেষে সভাপতি সাহেব তাঁহার সংক্ষিপ্ত ভাষনে উপস্থিত সকলকে উদ্দেশ্য করে বলেন যে, হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)-এর জীবনাদর্শকে নিজের জীবনে প্রতিষ্ঠা করার জন্য হযরত খলিফাতুল মসীহ রাবে (আইঃ)-এর খোৎবা ও বিভিন্ন বক্তৃতা পাঠ ও সেই মত নিজে আমল করিতে হইবে। সকলের হৃদয় নিংড়ানো ইজতেমায়ী দোওয়ার মাধ্যমে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়। দোওয়া পরিচালনা করেন মোহতারাম আহমদ সাদেক মাহমুদ সদর মুরুব্বি।

উক্ত অনুষ্ঠানে আনছারউল্লাহ লাজনা এমাউল্লাহ, নাসেরাতুল আহমদীয়া, এবং বহুজেরে তবলিগ বন্ধু সহ ২৫০ জন উপস্থিত ছিলেন। উপস্থিত সকলকে পেকেটকৃত মিষ্টি দ্বারা আপ্যায়িত করা হয়।

অনুরূপ জলসা অনুষ্ঠানের জন্য সকল স্থানীয় মজলিসকে অনুরোধ করা যাচ্ছে।

খাকছার—

**নাজমুল হক**

নায়েব ন্যাশনাল কায়েদ-১

বাঃ মঃ খোঃ আঃ

## ময়মনসিংহ জামাতের কর্মতৎপরতা ঃ

গত ৮ই নভেম্বর, '৮৫ ময়মনসিংহ জামাতে তরবীয়তি ও তবলীগি কর্মসূচী সমন্বিত বিশেষ কর্মসূচী পালিত হয়।

উভয় কর্মসূচীতে ঢাকা থেকে আগত বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহমদীয়ার নায়েব আমীর-২ মোহতারাম খলিলুর রহমান সাহেব, বাংলাদেশ আনসারউল্লাহর নাযেমেআলা মোহতারাম আবদুস সামাদ খান চৌধুরী, বাংলাদেশ লাজনা আমাউল্লাহর প্রেসিডেন্ট সোহতারেমা মাসুদা সামাদ সাহেবা, ঢাকা আঞ্জুমানের জেনারেল সেক্রেটারী জনাব নঃ নঃ মঃ সালেক সাহেব ও ঢাকা জামাতের অন্যতম সেক্রেটারী জনাব মীর মোহাম্মদ আলী সাহেব যোগদান করেন।

তরবীয়তি কর্মসূচীটি সকাল ১০ ঘটিকা থেকে জুম্‌আ পূর্ব পর্যন্ত স্থানীয় জামাতের মসজিদে অনুষ্ঠিত হয়। ইহাতে স্থানীয় জামাতের বিশিষ্ট সেবক অধ্যাপক আমীর হোসেন সাহেব নামাজের উপর শিক্ষা দান করেন।

অতঃপর বাদ জুম্‌আ স্থানীয় জামাতের ব্যবস্থাপনায় সকলে একত্রে (কুলু জামিয়ান) দুপুরের খাবার গ্রহন অনুষ্ঠান হয়।

বাদ মাগরেব, ১নং মহারাজা রোডস্থ স্থানীয় প্রেসিডেন্ট সাহেবের বাসভবন 'দারুল হামদ' এ তবলীগ-অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। স্থানীয় জামাতের প্রেসিডেন্ট মোহতারাম আলহাজ্ব আহমদ তৌফিক চৌধুরী সাহেব উক্ত অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন। তবলীগী অধিবেশনে গয়ের আহমদী বেশ কয়েকজন বুদ্ধিজীবিও উপস্থিত থেকে আহমদীয়াত সম্বন্ধে সঠিক জ্ঞান লাভ করেন।

(আহমদী রিপোর্ট)

## শোক সংবাদ

অতি দুঃখের সহিত জানানো যাইতেছে যে, নারায়ণগঞ্জ জামাতের প্রবীণ আহমদী ও স্থানীয় জামাতের প্রতিষ্ঠাতা প্রেসিডেন্ট মুনসী আবদুল খালেক সাহেব গত ২৭শে নভেম্বর ১৯৮৫ইং রোজ বুধবার রাত ৮-৫০ মিনিটে নিজ বাসভবনে ইন্তেকাল করিয়াছেন, ( ইন্নালিল্লাহে ওয়া ইন্না .....রাজেউন )। গত ২৮শে নভেম্বর বেলা ১১-০০ ঘটিকায় নারায়ণগঞ্জ মাসদাইড় কবরস্থানে মরহুমের দাফন সম্পন্ন হয়। ইহার পূর্বে মরহুমের জানাযার নামাজ উক্ত কবরস্থানে আদায় করা হয়। মোহতারাম ভিজির আলী সাহেব, নায়েব আমীর (১) বাঃ আঃ আঃ, মোহতারাম মোহাম্মদ খলিলুর রহমান সাহেব নায়েব আমীর, (২) বাঃ আঃ আঃ, বাংলাদেশ মজলিসে আনসারউল্লাহর নাযেমে আলা মোহতারাম ডাঃ আবদুস সামাদ খান চৌধুরী সাহেব, এবং স্থানীয় জামাতের বহু সংখ্যক আহমদী ভ্রাতা এবং মরহুমের আত্মীয়-স্বজন এবং গুণগ্রাহী বন্ধু-বান্ধব নামাজে জানাযায় শরীক হন। জানাযা নামাজের ইমামতী করেন সদর মোয়াল্লেম মৌঃ মনোয়ার আলী সাহেব। মৃত্যুকালে মরহুমের বয়স হইয়াছিল ৮৫ বৎসর, তিনি একমাত্র কন্যা ও ১৭ জন নাতী-নাতনীসহ বহু আত্মীয়-স্বজন ও গুণগ্রাহী রাখিয়া গিয়াছেন।

তিনি একজন 'মুসী' ( অসিয়তকারী ) ছিলেন। তিনি ইবাদত বন্দেগীর পাবন্দ সৎ সরল, ও মিষ্টভাষী ছিলেন। মরহুম ১৯২৮ সনে বয়েত গ্রহণ করেন এবং নারায়ণগঞ্জ জামাতের প্রতিষ্ঠাতা প্রেসিডেন্ট হিসাবে প্রায় ২৫ বৎসর যাবৎ দায়িত্ব পালন করিয়া গিয়াছেন।

মরহুমের আত্মার মাগফিরাতের জন্য ও তাঁহার শোক-সন্তপ্ত পরিবারের সকলের ধৈর্য ধারণের জন্য সকল ভ্রাতা ও ভগ্নির নিকট দোওয়ার আবেদন করা যাইতেছে। খাকছার—

মঈনউদ্দিন আহমদ, জেনারেল সেক্রেটারী, বাঃ আঃ আঃ।

# আহ্‌মদীয়া জামাতের ধর্ম-বিশ্বাস

আহ্‌মদীয়া জামাতের প্রতিষ্ঠাতা হযরত ইমাম মাহ্‌দী মসীহ মউওদ (আঃ) তাঁহার "আইয়ামুস সুলেহ" পুস্তকে বলিতেছেন ঃ

"যে পাঁচটি স্তম্ভের উপর ইসলামের ভিত্তি স্থাপিত, উহাই আমার আকিদা বা ধর্ম-বিশ্বাস। আমরা এই কথার উপর ঈমান রাখি যে, খোদাতায়ালা ব্যতীত কোন মা'বুদ নাই এবং সৈয়্যদনা হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম তাঁহার রসুল এবং খাতামুল আম্বিয়া (নবীগণের মোহর)। আমরা ঈমান রাখি যে, ফেরেশ্‌তা, হাশর, জান্নাত এবং জাহান্নাম সত্য, এবং আমরা ঈমান রাখি যে, কুরআন শরীফে আল্লাহতায়ালা যাহা বলিয়াছেন এবং আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম হইতে যাহা বর্ণিত হইয়াছে উল্লিখিত বর্ণনানুসারে তাহা যাবতীয় সত্য। আমরা ঈমান রাখি, যে ব্যক্তি এই ইসলামী শরীয়ত হইতে বিন্দুমাত্র কম করে, অথবা যে বিষয়গুলি অবশ্য-করণীয় বলিয়া নির্ধারিত তাহা পরিত্যাগ করে এবং অবৈধ বস্তুকে বৈধ করণের ভিত্তি স্থাপন করে, সে ব্যক্তি বে-ঈমান এবং ইসলাম বিদ্রোহী। আমি আমার জামাতকে উপদেশ দিতেছি যে, তাহারা যেন বিশুদ্ধ অন্তরে পবিত্র কলেমা 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ'-এর উপর ঈমান রাখে এবং এই ঈমান লইয়া মরে। কুরআন শরীফ হইতে যাহাদের সত্যতা প্রমাণিত, এমন সকল নবী (আলাইহেমুস সালাম) এবং কেতাবের উপর ঈমান আনিবে। নামায, রোজা, হজ্জ ও যাকাত এবং এতদ্ব্যতীত খোদাতায়ালা এবং তাঁহার রসুল কর্তৃক নির্ধারিত যাবতীয় কর্তব্য সমূহকে প্রকৃত-পক্ষে অবশ্য-করণীয় মনে করিয়া এবং যাবতীয় নিষিদ্ধ বিষয় সমূহকে নিষিদ্ধ মনে করিয়া সঠিকভাবে ইসলাম ধর্ম পালন করিবে। মোটকথা, যে সমস্ত বিষয়ের উপর আকিদা ও আমল হিসাবে পূর্ববর্তী বুজুর্গানের 'এজমা' অর্থাৎ সর্ববাদি-সম্মত মত ছিল এবং যে সমস্ত বিষয়কে আহ্‌লে সুন্নত জামাতের সর্ববাদি-সম্মত মতে ইসলাম নাম দেওয়া হইয়াছে, উহা সর্বতোভাবে মান্য করা অবশ্য কর্তব্য। যে ব্যক্তি উপরোক্ত ধর্মমতের বিরুদ্ধে কোন দোষ আমাদের প্রতি আরোপ করে, সে তাকওয়া এবং সততা বিসর্জন দিয়া আমাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ রটনা করে। কিয়ামতের দিন তাহার বিরুদ্ধে আমাদের অভিযোগ থাকিবে যে, কবে সে আমাদের বুক চিরিয়া দেখিয়াছিল যে, প্রকাশ্যে আমাদের এই অঙ্গীকার সত্ত্বেও, অন্তরে আমরা এই সবের বিরোধী ছিলাম?"

"আলা ইন্না লা নাতাল্লাহে আলাল কাফেরীনাল মুফতারিয়ীন"

অর্থাৎ, "সাবধান, নিশ্চয়ই মিথ্যা রটনাকারী কাফেরদের উপর আল্লাহর অভিশাপ।"

("আইয়ামুস সুলেহ," পৃঃ ৮৬-৮৭)।

Published & Printed by Md. F. K. Molla at Ahmadiyya Art Press for the proprietors, Bangladesh Anjuman-E-Ahmadiyya

4 Bakshibazar Road, Dhaka-11. Phone No. 501379

*Editor : A. H. Muhammad Ali Anwar*